NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ গাজা ভুখন্ডের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

চুঁচুড়া কার্নিভালে ১৮টি পুজো ৫

কলকাতা ২৭ অক্টোবর ২০২৩ ৯ কার্তিক ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 27.10.2023, Vol.17, Issue No. 134, 8 Pages, Price 3.00

## যাদবপুর কাণ্ডে আদালতে চার্জশিট

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** র‍্যাগিংয়ের অংশ হিসেবে করা হয়েছিল যৌন নির্যাতন। আত্মহত্যার প্ররোচনা দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দাদারাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার চার্জশিটে এমন তথ্যই দিল কলকাতা পুলিশ। ঘটনার ৭০ দিনের মাথায় পকসো কোর্টে চার্জশিট দাখিল করে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর। ঘটনার দিন ছাত্রটিকে যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছিল তা চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে। চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে, প্রথমদিন থেকে ছাত্রটি হস্টেলে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। ঘটনার দিন ছাত্রটিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়েছিল। যৌন নির্যাতনও করা হয়েছিল।

*বিস্তারিত শহরের পাতায়*

## রাত থেকেই বন্ধ হল রেড রোড

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আজ শহরে দুর্গাপুজোর মেগা কার্নিভাল। একশোর বেশি দুর্গা প্রতিমা নিয়ে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন বড় পুজো কমিটিগুলির সুন্দরভাবে সাজানো ট্যাবলো। রেড রোডে এই রাজকীয় আয়োজনের জন্য ইতিমধ্যেই সেজে উঠছে রেড রোড। কার্নিভালের জন্য বৃহস্পতিবারই রাত ৯ টা থেকে রেড রোড ধরে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কলকাতা পুলিশের তরফে ফেসবুক হ্যান্ডেল ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এই আপডেট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল আয়োজিত হয়ে আসছে। বছর বছর এই কার্নিভালের জৌলুস আরও বেড়েছে। গতবছর কলকাতার দুর্গোৎসবকে ইউনেস্কো ইনট্যানজিবেল হেরিটেজের স্বীকৃতি দেওয়ার পর কার্নিভাল আরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজিত হচ্ছে কলকাতা শহরে। বৃহস্পতিবার জেলায় জেলায় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল চলেছে। আর আজ কলকাতা ও শহরতলির দুর্গাপুজো কমিটিগুলি যোগ দেবে রেড রোডের পুজোর কার্নিভালে।

# রেশন দুর্নীতিতে জ্যোতিপ্রিয়র বাড়িতে ম্যারাথন তল্লাশি ইডির

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ জ্যোতিপ্রিয়ের সল্টলেকের বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে ইডি। সল্টলেকের বিসি ব্লকে পাশাপাশি তাঁর দু'টি বাড়িতে (বিসি ২৪৪ এবং বিসি ২৪৫) চলছে তল্লাশি। ইডি সূত্রে খবর, রেশন 'দুর্নীতি' মামলায় বাকিবুর রহমানের গ্রেপ্তারির পরেই নাম উঠে এসেছে জ্যোতিপ্রিয়ের। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৪ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে ইডি তল্লাশির।

জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়ির পাশাপাশি ওই সময়েই তাঁর আপ্তসহায়ক অমিত দে-র নাগেরবাজারের দু'টি ফ্ল্যাটেও পৌঁছে যায় ইডি। একটি ফ্ল্যাট রয়েছে ভগবতী পার্ক এলাকায় এবং দ্বিতীয় ফ্ল্যাটটি রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ রোডে। সূত্রের খবর, দু'টি ফ্ল্যাটেই পালা করে অমিত থাকেন। তবে দু'টি ফ্ল্যাটই তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। অমিতকে বাড়িতে না পেয়ে তাঁর সন্ধান শুরু করেন ইডির আধিকারিকেরা। বেলা গড়ালে দেখা যায়, ইডির একটি দল পৌঁছেছে বেলেঘাটায় মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক অমিতের বন্ধু রনির বাড়িতেও। বিকেলে জ্যোতিপ্রিয়ের আপ্ত সহায়ক অমিত সপরিবারে বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রবীণা মা, স্ত্রী, এবং সন্তান।

এখানেই থামেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবার বেনিয়াটোলায় জ্যোতিপ্রিয়ের পৈতৃক বাড়িতেও পৌঁছে গিয়েছেন ইডির আধিকারিকেরা। বেনিয়াটোলা লেনের এই বাড়িতে অবশ্য মন্ত্রী এখন থাকেন না। তাঁর আত্মীয়েরা থাকেন। ইডির আধিকারিকদের একটি দল সেই বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালাতে শুরু করে।

এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে যখন জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়িতে তল্লাশি চলছে, তখনই 'বিজয়া করতে' মন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে যান বিধাননগর পুরসভার মেয়র সব্যসাচী দত্ত, ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তুলসী সিংহ রায় এবং ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি রঞ্জন পোদ্দার । তাঁদের ঢুকতে বাধা দেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। তার পরে তুলসীর অভিযোগ, 'আমাদের ঐতিহ্য মেনেই গুরুজনের সঙ্গে বিজয়া করতে এসেছিলাম। কিন্তু এরা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে আঘাত হানছে।'

মন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকতে বাধা পেয়ে মূল ফটকের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকেন সব্যসাচী এবং অন্য দুই কাউন্সিলর। তাঁদের আসার কারণ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বুঝিয়ে বলেনও সব্যসাচীরা। যদিও ভিতরে ঢোকার অনুমতি মেলেনি। তার পরই নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু হয় দুই কাউন্সিলরের। বাঙালির ঐতিহ্য মেনে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ইডি-তল্লাশির নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা রয়েছে কি না, এই প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি সব্যসাচী। জানিয়েছেন, তিনি কেবল 'বিজয়া করতে'ই এসেছিলেন। বিকেলে জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়িতে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে যান বিধাননগরের ডেপুটি মেয়র অনিতা মণ্ডল এবং তৃণমূল কাউন্সিলর মিনু দাস চক্রবর্তী। তার পর একে একে ভিড় করেন বহু মানুষ। ভিড় সরাতে স্থানীয় থানার সঙ্গে কথা বলে ইডি।

# গাজার ভূখণ্ডে ঢুকে জঙ্গি ডেরা গুঁড়িয়েছে ইজরায়েলি সেনারা

**জেরুজালেম, ২৬ অক্টোবর:** এবার গাজায় সরাসরি সামরিক অভিযান শুরু করবে ইজরায়েল। সেরকমই আভাস দিল ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগ। জানা গিয়েছে, গাজার ভূখণ্ডে ঢুকে জঙ্গিদের ডেরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইজরায়েলের সেনা। তবে অপারেশন সেরে আবার ইজরায়েলে ফিরে এসেছে বাহিনী। এই অভিযানের কয়েক ঘণ্টা আগেই প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছিলেন, স্থলভাগে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে দেশের সেনা। সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবেই গাজার উত্তরদিকে অভিযান চালানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে একটি ভিডিও প্রকাশ করে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ইজরায়েলের সীমানা পেরিয়ে গাজার ভূখণ্ডে ঢুকেছে প্রচুর ট্যাংক। এই ভিডিও টুইট করে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, 'সংঘর্ষের পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতি হিসাবে গাজার উত্তরদিকে অভিযান চালিয়েছে ইজরায়েলের সেনা। ট্যাংক ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে জঙ্গিদের ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। তবে এই অভিযান শেষ করে এলাকা ছেড়ে ইজরায়েলে ফিরে এসেছে সেনা।'

এই ভিডিও কবে তোলা হয়েছে বা গাজার কোন এলাকায় ইজরায়েলের সেনা অভিযান চালিয়েছে, তা জানা যায়নি। তবে সংবাদসংস্থা এপির সূত্রে খবর, ইজরায়েলের আস্কিলোন এলাকা থেকে সীমানা পেরিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। আরও একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ইজরায়েলের আক্রমণে বেশ কয়েকটি বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, এই ভিডিও প্রকাশের ঘণ্টাখানেক আগেই সরাসরি গাজার ভূখণ্ডে ঢুকে অভিযান চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, পৃথিবী থেকে হামাসকে মুছে ফেলার জন্য গাজায় ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইজরায়েলের সেনা। যদিও অভিযানের সময় নিয়ে মুখ খোলেননি তিনি। এই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রকাশ্যে এসেছে সেনার এই ভিডিও।

## ভারতকে আবেদন ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূতের

**নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর:** প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে 'সন্ত্রাসবাদী সংগঠন' হিসাবে ঘোষণার জন্য নরেন্দ্র মোদি সরকারের কাছে আবেদন জানালেন ভারতে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত নওর গিলন। পাশাপাশি, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পরে দৃঢ়ভাবে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নয়াদিল্লির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে গিলন বৃহস্পতিবার বলেন, 'আমি মনে করি ভারতের সামনে হামাসকে একটি 'সন্ত্রাসবাদী' সংগঠন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করার সময় এসে গিয়েছে।' আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই হামাসকে 'সন্ত্রাসবাদী সংগঠন' বলে ঘোষণা করেছে বলেও জানান তিনি। গিলনের দাবি, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত ইজরায়েলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের মোকাবিলায় নয়াদিল্লিকে বৃহত্তর ভূমিকায় দেখতে তেল আভিভ আগ্রহী বলেও জানান তিনি। প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন মোদি। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।

### ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন

## মহুয়াকে তলব এথিক্স কমিটির

**নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর:** ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় এবার তাঁর জবানবন্দি নথিবদ্ধ করার জন্য ডাকা হল তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। সূত্রের খবর, ৩১ অক্টোবর সকাল ১১টায় মহুয়া মৈত্রকে তলব করেছে লোকসভার এথিক্স কমিটি। সূত্রের দাবি, মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি 'অত্যন্ত গুরুতর' বলে মনে হয়েছে কমিটির সদস্যদের। তবে, প্যানেলের সদস্য বিরোধী সাংসদরা বলেছেন, সাংসদদের তাঁদের সুবিধমতো সময়ে ডাকা উচিত।

মহুয়ার প্রাক্তন 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' দেহাদ্রাই অভিযোগ করেন, দুবাইকেন্দ্রিক শিল্পপতি দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে অর্থ ও উপহার নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তুলেছিলেন মহুয়া। তিনি নিশানা করেন আদানি গোষ্ঠী এবং প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। এই অভিযোগ বিজেপি সাংসদ নিশিকান্তকে জানানোর পাশাপাশি সিবিআইকেও চিঠি দেন দেহাদ্রাই। এর পরেই নিশিকান্ত লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দিয়ে মহুয়াকে সাংসদ পদ থেকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করার দাবি জানান। স্পিকার এথিক্স কমিটিকে দায়িত্ব দেন।

বৃহস্পতিবারই বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয় অনন্ত দেহাদ্রাইকে, তাদের জবানবন্দি নথিবদ্ধ করার জন্য ডেকেছিল এথিক্স কমিটি। জানা গিয়েছে, এদিন দুজনকেই বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন কমিটির সদস্যরা। মূল অভিযোগকারী, জয় অনন্ত দেহদ্রাইকে বিস্তারিত জেরা করা হয়।

### ফের ধস বিজেপিতে

## তৃণমূলে যোগ দিলেন কোতুলপুরের বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আবার বিজেপিতে ধস। এ বার তৃণমূল শিবিরে যোগ দিলেন বাঁকুড়ার কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির আরও এক বিধায়ক।

কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক যে তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন, পুজোর আগেই তা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল। যদিও হরকালী সেই জল্পনায় জল ঢেলে জানিয়ে দেন, তিনি বিজেপিতেই থাকবেন। তিনি অভিযোগ করেন, অনেকে মিথ্যা রটনা করছেন। কিন্তু জল্পনা সত্যি করে ঘাসফুল শিবিরেই যোগ দিলেন পদ্ম-বিধায়ক।

তৃণমূলের তরফে সমাজমাধ্যমে অভিষেকের সঙ্গে হরকালীর ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে। এই পদক্ষেপে জনগণের সেবা করা এবং মা-মাটি-মানুষের অটল আদর্শ আরও শক্তিশালী হল। বিজেপি বিধায়ককে 'তৃণমূল পরিবারে' আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানিয়েছে ঘাসফুল শিবির। লেখা হয়েছে, 'আমরা এক সঙ্গে বাংলার উন্নতির জন্য অক্লান্ত ভাবে হাতে হাত রেখে কাজ করার অঙ্গীকার করছি।'

# 'বালুর যদি শরীর খারাপ হয়, তবে বিজেপির বিরুদ্ধে এফআইআর'

### হুঁশিয়ারি মমতার



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দ্বাদশীর সকাল থেকে ইডির হানা রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতে। রেশন দুর্নীতি মামলায় এই অভিযান বলে সূত্রের খবর। এই ঘটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইডির বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কালীঘাটে নিজের বাসভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে মমতা বলেন, 'এমনিতেই বালুর সুগার আছে, ও খুবই অসুস্থ। ও যদি মরে যায় তাহলে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে হবে, ইডির বিরুদ্ধেও অভিযোগ করতে হবে। সুলতান আহমেদকে আমরা হারিয়েছি। আমাদের সাংসদ ছিলেন। সিবিআইয়ের কাছ থেকে চিঠি পেয়েই বাথরুমে যান। সেখানেই মারা যান।'

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের একেবারে শুরুতেই মমতা বলেন, 'সবকিছু সীমা পার করে যাচ্ছে। আজ জেলায় জেলায় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। জেলার নেতা মন্ত্রীরা সুশৃঙ্খলভাবে এই কার্নিভাল করতে যখন ব্যস্ত, তখন তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে।'

মমতা বলেন, 'আজ ভোরবেলা থেকে মানুষ বিজয়া দশমী করতে গিয়েছে, গিয়ে দেখে বালুর ঘরে ইডি গিয়ে রেড করছে। সব মন্ত্রীদের বাড়ি গিয়েই যদি রেড করে, তাহলে সরকারের বাকি থাকল কী?' কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই অভিযানে বিজেপিকে অনুঘটক হিসাবে দাবি করে মমতা বলেন, 'এই নোংরা খেলা খেলে বিজেপি সকলের মুখ বন্ধ করতে চাইছে।' মমতার কথায়, শুধু এ রাজ্যেই নয়, গোটা দেশে যেখানেই বিরোধীরা সরব, সেখানেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি পাঠিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে।

## অভিষেকের জন্মের আগের নথি চাইছে

### ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ মমতার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৃহস্পতিবার ইডির বিরুদ্ধে 'হেনস্থা'র নতুন অভিযোগ তুললেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটের বাড়ি লাগোয়া দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেন, 'অভিষেকের জন্মের আগের নথি চাইছে। ওর বাবাকে বলেছে ৪০-৪২ বছর আগের কাগজ দিতে। আরে অভিষেক তো জন্মেছেই ১৯৮৭ সালে। আর বলছে ১৯৮২-৮৩ সালের কাগজপত্র দিতে!'

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেকের সংস্থা 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর নাম জড়িয়েছে। সেই সূত্রেই অভিষেক, তাঁর বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্ত্রী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। রুজিরা ছাড়া কেউই সশরীরে হাজিরা দেননি। প্রত্যেকেই নির্ধারিত দিনে আইনজীবী মারফত নথি পাঠিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সে প্রসঙ্গে জানান, অভিষেকের জন্মের আগের নথি চেয়ে পাঠানো হয়েছিল তাঁর বাবার কাছে।

মমতা বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেন, তৃণমূলের নেতাদের তো বটেই, তাঁদের পরিবারকেও ছাড়ছে না। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে যখন রাজভবনের সামনে অভিষেকের নেতৃত্বে তৃণমূলের ধর্না চলছিল, সেই সময়ে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়িতে একই দিনে হানা দিয়েছিল সিবিআই। সেই প্রসঙ্গ তুলে মমতা বৃহস্পতিবার বলেন, 'পুজোর আগে ববির বাড়িতে গিয়েছিল। ববির বউ আমায় বলছিল, তদন্তের নামে বাড়িতে গিয়ে চিনি, ঘিয়ের কৌটোও উল্টে দিয়েছে। ক'টা শাড়ি আছে, ক'টা কসমেটিকস আছে তারও ছবি তুলেছে। যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে।' শুধু তা-ই নয়। মমতা এ-ও অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা শারীরিক অত্যাচারও করছে।

## ইন্ডিয়া-ভারত বিতর্ক

### বিজেপিকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** 'ইন্ডিয়া' নাম কেটে দিলে সেটা মেনে নেওয়া হবে না। বিজেপিকে বিঁধে সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে ঘোষণা করে দিলেন, এনসিইআরটি যতই সিলেবাস থেকে ইন্ডিয়া শব্দটি দেওয়ার সুপারিশ করুক, বাংলায় 'ইন্ডিয়া' এবং 'ভারত' দুটি শব্দই ব্যবহার করা হবে। যেমন সংবিধানে আছে।

বুধবারই এনসিইআরটি-র বিশেষজ্ঞ কমিটি সুপারিশ করেছে, সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে আর 'ইন্ডিয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হবে না। বদলে সব জায়গায় সব ভাষায় ব্যবহার করা হোক 'ভারত' শব্দটি। সেই সঙ্গে ওই কমিটির সুপারিশ, ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বদলে পড়ানো হবে সনাতনী ভারতীয় ইতিহাস। এনসিইআরটির বিশেষজ্ঞ কমিটির সাত সদস্যের সহমতের ভিত্তিতেই ওই সুপারিশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারই এনসিইআরটির সেই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে কার্যত তুলোধোনা করলেন। মমতার প্রশ্ন, 'এখন বলছে ইন্ডিয়ার নাম কাটো, ভারতের নাম লাগাও। কেন? সংবিধানে নাম লেখা। সবাইকে নোটিস দিচ্ছে ইন্ডিয়ার নাম বাদ দাও। কেন? এত ভয় কীসের? আমরা ইন্ডিয়া নাম নিয়েছি বলে? কাল যদি আমরা আমাদের নাম বদলে অব্লিক দিয়ে ভারত যোগ করি তাহলে আবার বদলাবে?'

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'ইন্ডিয়ার বদলে ভারত করে দিচ্ছে। ইতিহাস বদলে দেওয়া হচ্ছে। বইয়ের নাম বদলে দিচ্ছে। পাঠ্যবই বদলে দিচ্ছে। পুজোর মধ্যে দেখলাম ইন্ডিয়া নামটা কেটে দিচ্ছে। কে এনসিইআরটি? এদের কী কাজ? এসব সরকারেরই অংশ। পুজোর মধ্যে এনসিইআরটি বলে দিল পরামর্শ দিল, ইন্ডিয়া কেটে ভারত করো। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইন্ডিয়ার সঙ্গে অবলিক ভারত থাকবে।' অর্থাৎ বাংলার পাঠ্যবইয়ে যে ইন্ডিয়া নামটা বদলানো হবে না, সেটা একপ্রকার স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

শেষে এসে স্পষ্ট করে মমতা বলেন, সব ভুলে যেতে পারি। কিন্তু দেশের নাম ভুলব না। শহিদরা যে দেশের জন্য নিজেদের রক্ত দিয়ে অঞ্জলি দিয়েছেন, তাঁদের আত্মবলিদান ভুলব না। সংবিধানে ভারত শব্দটি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে ইন্ডিয়া শব্দটি।

## ৮ প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা কর্মীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা কাতারে

### সবরকম আইনি সাহায্যের আশ্বাস বিদেশ মন্ত্রকের

**দোহা, ২৬ অক্টোবর:** ৮ জন প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা কর্মীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনাল কাতারের আদালত। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা সেখানে বন্দি রয়েছেন। এই সংবাদে ভারত সরকার স্তম্ভিত। ভারতের তরফে যে বন্দি সেনাকর্মীদের সবরকম সম্ভাব্য আইনি সহায়তা করা হবে তা জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'মৃত্যুদণ্ডের রায়ে আমরা গভীরভাবে স্তম্ভিত। বিস্তারিত রায়ের অপেক্ষায় রয়েছি। আমরা সাজাপ্রাপ্তদের পরিবারের সদস্য ও আইনজ্ঞদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। সব রকম আইনি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই মামলাকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছি। নিবিড়ভাবে একে পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে। সবরকম আইনি সহায়তা করব।'

সূত্রের খবর, তাঁদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ রয়েছে। জানা যাচ্ছে, তাঁরা সকলেই একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। ওই সংস্থা কাতার সেনাকে প্রশিক্ষণের কাজ করত। এর আগে একাধিক বার তাঁদের জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে আদালতে। অবশেষে বৃহস্পতিবার এই মামলার রায় দিল আদালত।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**CHANGE OF NAME**

I, **SANDIP SENGUPTA,** son of Ramendranath Sengupta, presently residing at Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park, Kolkata, West Bengal-700029, henceforth, vide an Affidavit No. 5684 dated 18.8.2023, sworn before the Executive Magistrate I-Class, Howrah, shall be known as **SWAMI SHAILASUTANANDA.**

**নাম-পদবী**

LIC পলিসি নং 424989873 এতে আমার নাম Disha Mandal, D/O. Debasish Mandal আছে। গত ১২/১০/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের হলফনামা বলে আমি Dollma Mondal এবং Disha Mandal, D/o Debasish Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

**নাম-পদবী**

426894418-LIC পলিসিতে আমার নাম Rahena Sultana, D/o. Md. Hasan Ali এবং নমিনী স্থানে স্বামীর নাম Bahar Chowdhury আছে। গত ০৫/০৯/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Sultana Bibi, W/o Md. Babar Ali পরিচিত হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**CHANGE OF NAME**

I, SUPRIYO MAJUMDER S/O Late Kartick Majumder resident of Gushkara Purbasha Pally, P.O. - Gushkara, P.S.- Aushgram, District- Purba Bardhaman, PIN - 713128 do hereby declare vide affidavit filed before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman dated 13.10.2023 that my father KARTICK MAJUMDER S/O LATE RATNESHWAR MAJUMDER died on 07.02.2017. My actual and correct name is SUPRIYO MAJUMDER S/O LATE KARTICK MAJUMDER and it is recorded in my Aadhar, Voter, PAN Cards and driving license but my and my father's name is recorded as SUPRIYA MAZUMDER S/O KARTICK CH MAZUMDER in my birth certificate issued by Gushkara Municipality. My and my father's name is recorded as SUPRIYO MAJUMDER S/O LATE KARTICK CHANDRA MAJUMDER in my school and university records. My father's name is recorded as KARTIK MAJUMDER S/O LATE RATNESHWAR MAJUMDER in his voter card and his death certificate in place of KARTICK MAJUMDER S/O LATE RATNESHWAR MAJUMDER. SUPRIYO MAJUMDER S/O Late Kartick Majumder, SUPRIYA MAJUMDER S/O Late Kartick Ch Mazumder, SUPRIYO MAJUMDER S/O Late Kartick Chandra Majumder and SUPRIYO MAJUMDER S/O Late Kartik Majumder is the same and one identical person. My father LATE KARTICK MAJUMDER S/O Late Ratneshwar Majumder and LATE KARTIK MAJUMDER S/O Late Ratneshwar Majumder was the same

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে অক্টোবর, ৯ ই কার্তিক । শুক্র বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

**মেষ রাশি :** পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি জোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি । বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

**কর্কট রাশি :** কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

**সিংহ রাশি :** আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

**তুলা রাশি :** আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি ।গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

**বৃশ্চিক রাশি :** কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

**ধনু রাশি :** আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন।

**মকর রাশি :** শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

**কুম্ভ রাশি :** শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ও র সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে-পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

**মীন রাশি :** আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে । দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**(আজ স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন্দ্র নাথ দাসের ভূমিষ্ঠ দিবস)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# হাওড়া শহর ও উলুবেড়িয়াতে জমজমাট দ্বিতীয় বছরের দুর্গাপূজা বিসর্জনের কার্নিভাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** গঙ্গাপাড়ে আপার ফোরশোর রোডে ২৬ অক্টোবর, দ্বাদশীর দিনে এই রঙ্গীন কার্নিভাল ঘিরে যথেষ্ট উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া স্টেশনের কাছে রেল মিউজজিয়াম থেকে বিসর্জনের মিছিল শুরু হয় রামকৃষ্ণপুর ঘাট পর্যন্ত। এর মাঝে একটি মঞ্চে ছিলেন অতিথি, জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পদস্থ কর্তারা। ওই অনুষ্ঠানের জন্য আপার ফোরশোর রোড সাজানো হয় আলো, ফুল, কাটআউট দিয়ে। এর পরে ট্রাকে করে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে প্রতিমা পৌঁছনোর পরে একে একে বিসর্জন দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া মহকুমাতে দুটি পৃথক কার্নিভালের আয়োজন করা হয়। হাওড়া সদর মহকুমাতে ১৮ টি পূজা কমিটি দুর্গা পুজোর কার্নিভ্যাল অংশগ্রহণ করে।

হাওড়া জেলা প্রশাসন ও উলুবেড়িয়া পুরসভা আয়োজিত এই পুজো কার্নিভ্যালে মোট ১৬টি পুজো কমিটি অংশ নেয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে উলুবেড়িয়া পুরসভার সামনে থেকে এই কার্নিভ্যাল শুরু হয়। সেখান থেকে শুরু হয়ে ওডিশা ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গিয়ে উলুবেড়িয়া পুরাতন হাসপাতাল মাঠ এবং উলুবেড়িয়া কালীবাড়িতে গিয়ে শেষ হয়।

বৃহস্পতিবার কার্নিভ্যাল উপলক্ষে বিকেল ৩ টের পর থেকে হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়। কার্নিভ্যাল শেষ হওয়ার পর পুজো কমিটিগুলি গঙ্গার নির্দিষ্ট ঘাটে তাদের প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য ইতিমধ্যে গঙ্গার ঘাট প্রস্তুত রাখার জন্য হাওড়া পৌর নিগম ও উলুবেড়িয়া পুরসভার সাফাই কর্মীদের প্রস্তুত রাখা হয়।

আজকের কার্নিভালের জন্য হাওড়া শহরের ফরশোর রোডে যে কোনও ধরণের যানবাহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। এছাড়াও বহু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে কার্নিভালের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন না ঘটার জন্য বলেই হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে খবর। যদিও কার্নিভালকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করছেন শহরবাসী।

# লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে বিশেষ সময় সূচি মেট্রোর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শনিবার লক্ষ্মীপুজো। ছুটির দিন। এই লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে উত্তর-দক্ষিণ করিডরে সময় সূচিতে কিছু পরিবর্তন আনল কলকাতা মেট্রো। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর-দক্ষিণ করিডোরে অর্থাৎ ব্লু লাইনে প্রতিদিন যে ২৩৪টি মেট্রো চলে তার বদলে ২৮ অক্টোবর শনিবার 'লক্ষ্মী পূজা'র দিনে ১৮৮টি মেট্রো চলবে। যার মধ্যে ৯৪টি চলবে আপে এবং ৯৪টি ডাউনে। এই ১৮৮টির মধ্যে ১৬৪টি চলবে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। তবে এই লাইনে প্রথম এবং শেষ পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকছে।

প্রথম পরিষেবা শুরু হবে-
সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে।দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত।
সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত।
সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে।দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত।
সকাল ৭টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত।
শেষ পরিষেবা-
রাত ৯ টা ২৮ মিনিটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত।
রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে। দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত।
রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত।
রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত।
তবে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো অর্থাৎ গ্রিন লাইনে পরিষেবা অপরিবর্তিত থাকবে।

# রেড রোডে পুজো কার্নিভাল উপলক্ষে বিশেষ পরিষেবা মেট্রোর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ২৭ অক্টোবর কলকাতায় রেড রোডে অনুষ্ঠিত হবে কার্নিভাল। এই কার্নিভালে অংশ নেবে বহু পুজো উদ্যোক্তা। সংখ্যা একশোরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। এই কার্নিভাল দেখতে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টজনেরা। উপস্থিত থাকবেন বহু সাধারণ মানুষও। আর এই কার্নিভাল যাঁরা দেখতে আসবেন তাঁধের কথা ভেবেই কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে বিশেষ এক উদ্যোগ। এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের অনুরোধে শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ করিডর অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মধ্যরাত পর্যন্ত মিলবে মেট্রো। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আগেই কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ২৭ অক্টোবর ২৩৪ টি মেট্রোর জায়গায় চালানো হবে ২৫২টি মেট্রো।

একইসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর জনসংযোগকারী আধিকারিক জানিয়েছেন,

**প্রথম পরিষেবা শুরু হবে**

সকাল ৬টা ৫০ -এ। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর

সকাল ৬টা ৫০ -এ দমদম থেকে কবি সুভাষ।

সকাল ৬টা ৫৫ তে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর।

সকাল ৭টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ।

**শেষ পরিষেবা**

রাত ১০ টা ৫৮ তে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত।
**( রাত ৯ টা ২৮-এর পরিবর্তে)**

রাত ১১টায় কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত।
**(রাত ৯ টা ৩০-এর পরিবর্তে)**

রাত ১১টা ১০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত।
**( রাত ৯টা ৪০ মিনিটের পরিবর্তে)**

রাত ১১টা ১০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত
**(রাত ৯ টা ৪০-এর পরিবর্তে)**

# কাঁকিনাড়া স্টেশন থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর :** শিয়ালদা মেন শাখার কাঁকিনাড়া স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল নৈহাটি জিআরপি। বৃহস্পতিবার ভোরে ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রী বসার শেডের লোহার বারের সঙ্গে নাইলনের দঁড়ি দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় যুবককে ঝুলতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। খবর পেয়ে নৈহাটি জিআরপি থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। রেল পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই যুবকের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ধর্মেন্দ্র সাউ বলেন, 'স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে রেল পুলিশ এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে। ওঁর পকেটে কিছু কাগজপত্রও ছিল। কেউ মেরে ঝুলিয়ে দিল নাকি ওই যুবক আত্মহত্যা করলো, তা বলা সম্ভব নয়।'

*বৃহস্পতিবার কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে শের ই বাংলা এ কে ফজলুল হকের ১৫০ তম জন্ম বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক মহান এই মনীষীর আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল ভূমিপুত্র উন্নয়ন মোর্চা অফ ইন্ডিয়া সংগঠনটি(ভূমি)। এদিনের সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেনপশ্চিমবঙ্গের বিকল্প ইতিহাস লেখায় পারদর্শী খাজিম আহমেদ, রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য ও রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান, বর্তমান সাংসদ জহর সরকার, ঐতিহাসিক মহীতোষ গায়েন, ভূমির প্রধান ড রামিজ রাজা প্রমুখ।*

*২৫ অক্টোবর নতুন ইতিহাসের সাক্ষী থাকল দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। বৈদ্যুতিক মাল্টিপল ইউনিট (ইএমইউ)ট্রেন চালানোর জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের প্রথম মোটর-মহিলা হিসাবে ইতিহাস তৈরি করলেন দীপান্বিতা দাস। নারী কর্মীদের ক্ষমতায়নে তিনি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এসইআর-এর প্রথম সময়ে একজন মহিলা চালক এই জোনে একটি লোকাল ট্রেন চালান।*

# শিয়ালদহ বিভাগে দুর্গা পুজার সময়ে রেকর্ড সংখ্যার ভিড় লোকাল ট্রেনে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া ও কলকাতা:** শিয়ালদহ বিভাগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোতে ২৪ ঘন্টা দুর্গাপুজার দিনগুলোতে রেকর্ড সংখ্যাতে ভিড়ের তথ্য দিল পূর্ব রেল। দুর্গা পুজার দিনগুলোতে কলকাতা এবং শহরতলির মধ্যে প্যান্ডেল দর্শণার্থীদের পরিষেবা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে পূর্ব রেলের ট্রেন পরিষেবা। পূর্ব রেল পুজার এই দিনগুলোতে লক্ষাধিক যাত্রীদের মধ্যে শহরতলি ছাড়াও দূরপাল্লার যাত্রীদেরকেও পরিষেবা দিয়েছে।

এই বছর পঞ্চমীর দিন ১৮৪২৯১৫ জন, ষষ্ঠীর দিন ১৮৩০৬৪৬ জন, সপ্তমীর দিন ১৯২৩৪৮০ জন, অষ্টমীর দিন ১৬৮৯৪৩৪ জন, নবমীর দিন ১৬৮২১৪৬ জন, দশমীর দিন ১৫১৫০৬৩ জন যাত্রী যাতায়াত করেছেন।

এই বছর গত বছরের তুলনাতে যেমন একদিকে দুর্গাপুজাকে কেন্দ্র করে যাত্রী সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনই পঞ্চমী , ষষ্ঠী , সপ্তমী , অষ্টমী , নবমী এবং

দশমীতে শিয়ালদহ বিভাগে টিকিট বিক্রি থেকে আয় বৃদ্ধি হয়েছে। পঞ্চমীতে ১৯০০৬৮২৫/-, ষষ্ঠীতে ১৯৬৩৬৬৩৫/-, সপ্তমীতে ২১০৩৭৩৮৫/-, অষ্টমীতে ১৮২৮৫০৭০/-, নবমীতে ১৭০২৮৫০০/-, দশমীতে ১৪৯৬৯৫৪৫/-

মোট ১০,৯৯,৬৩,৯৬০/-

।শিয়ালদহ বিভাগের শিয়ালদহ, সোনারপুর , ব্যারাকপুরে , নৈহাটী , রানাঘাট , কল্যাণী , বনগাঁ স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতই।

# চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও ব্যস্ততা হাওড়া খালনার 'লক্ষ্মী গ্রাম'-এ

**রাজীব মুখোপাধ্যায়**

**হাওড়া:** শনিবারই ঝলমলিয়ে উঠবে হাওড়ার লক্ষ্মী গ্রাম। মা লক্ষ্মীর আগমনে ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে গ্রামীণ হাওড়ার খালনা, জয়পুর সহ বিস্তীন এলাকা। গোটা রাজ্যে দুর্গাপূজা ধুমধাম করে পালিত হলেও গ্রামীণ হাওড়ার এই অংশে সারাবছর সাধারণ মানুষ মা লক্ষ্মীর আগমনের প্রতিক্ষাতে থাকে। তাই দুর্গাপূজা চলাকালীন সময়েও মা লক্ষ্মীর আরাধনার প্রস্তুতির ব্যস্ততা বাড়ে।

দুর্গাপুজোর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী পূজার মণ্ডপ তৈরির কাজ চলে। গ্রামীন হাওড়ার এই অংশে দুর্গাপুজোর থেকেও লক্ষ্মীপুজো আরও বড় উৎসব। এই পুজোতেই মাতেন হাওড়ার জয়পুরের খালনা গ্রাম যা লক্ষ্মী গ্রাম নামেও সুপরিচিত সেই গ্রামের বাসিন্দারা। এই গ্রামে দুর্গাপুজো,

কালীপুজো হাতে গোনা কয়েকটি জায়গাতে হলেও লক্ষ্মীপুজো সব জায়গায় হয়। গতবছরের মতোই এই বছরেও সরকারি হিসেবে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৫টি

বারোয়ারি লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে। এখানে শুধু গ্রামের বারোয়ারী পূজা নয়, গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেও জাঁকজমক

করে লক্ষ্মীপুজো হয়। যার সংখ্যাও কয়েকশো। এই পুজো উপলক্ষে এই গ্রামে বড় মেলাও বসে। ইতিমধ্যেই লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে একাধিক বৈঠকও হয়েছে।

পুজোর জৌলুস অনায়াসে টেক্কা দেবে কলকাতার যেকোনো বারোয়ারি দুর্গা পূজাকে। এখানে বাঙালীর প্রিয় দুর্গা পূজার মতোই দেবী লক্ষ্মী স্বমহিমাতে বিরাজমান। তাই দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন পর্বের পর রাজ্যের অন্য যেকোনো পূজা প্যান্ডেলে নমো নমো করে সারা হয় লক্ষ্মী পূজো। এটাই রীতি সর্বত্র। কিন্তু এ গ্রামের লক্ষ্মী আরাধনা সারা বাংলায় স্বতন্ত্র। সেই কারণেই এই গ্রামকে গসকলে এক নামে 'লক্ষ্মী-গ্রাম' নামেই চেনে। হাওড়ার জয়পুরের খালনায় বিজয়া দশমী কাটলেই শুরু হয় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। লক্ষ্মী উৎসব ঘিরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা এখানে উন্মাদনা তুঙ্গে ওঠেন। আসলে এই গ্রামে দুর্গা পূজা হয় না যে তা নয়। তবে এখানে গ্রামের কুল দেবী রূপে লক্ষ্মী বিরাজমান।

প্রায় তিনশো বছরের সুপ্রাচীন লক্ষ্মীপুজোগুলো এখন ঐতিহ্যের স্মারক হওয়ার সাথে সাথে ক্রমেই হয়ে উঠেছে থিম নির্ভর। এখানে বিভিন্ন থিমের পূজাতে ভিন্ন বিষয় ভাবনায় স্বতন্ত্র চোখে পড়ার মতো।

এই গ্রামের চারুময়ী, লক্ষ্মীতলা, কৃষ্ণরায়তলা, ক্ষুদিরায়তলার, পূজো সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্য মন্ডিত। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার স্পর্শ লেগে এখন নতুন অভিনবত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে পুজো উদ্যোক্তারাও। এই গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যশালী পূজো মণ্ডপগুলিকে থিম ভিত্তিক ভাবনায় রীতিমতো প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় নতুন পুজো মণ্ডপগুলি। প্রতি বছর বন্যায় সর্বস্বান্ত হওয়া কৃষকরা লক্ষ্মীদেবীর কৃপার আশায় আজ থেকে প্রায় আড়াই-তিনশ বছর আগে পশ্চিম খালনা এলাকায় চারুময়ী লক্ষ্মী পুজো করেন। এরপর থেকেই এই গ্রামে লক্ষ্মীর আরাধনা শুরু হয় বলেই স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

সময়ের বিবর্তনে এখানেও শুরু হয় থিমের পূজো। গত কয়েক দশকে এই থিম পুজোর প্রসার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকার মানুষও কৃষি কাজ ছেড়ে স্বর্ণ, লৌহ ও অন্যান্য ব্যবসায় মনোনিবেশ করছেন। আর তার মধ্যে দিয়েই পৌঁছেছেন উন্নতির শিখরে।

তাঁদের আরও বিশ্বাস, লক্ষ্মী দেবীর কৃপাতেই কৃষিকাজে ভরাডুবির পর তাঁরা ব্যবসায় সমৃদ্ধি লাভ করেছেন।

খালনা ক্ষুদিরামতলার কোহিনূর ক্লাবের পুজো, বলাই স্মৃতি লক্ষ্মী মন্দির, করুণাময় কিশোর সংঘ প্রভৃতি পুজোগুলো অসাধারণত্বের দাবি রাখে।

এছাড়াও 'আমরা সবাই' পুজো কমিটি, কৃষ্ণ রায়তলা পুজো কমিটি, মিতালী সংঘ, একতা প্রভৃতি পূজোগুলিও প্রশংসার দাবি রাখে।

এই উৎসবমুখর লক্ষ্মীপুজো দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও জেলা থেকে ভিড় করে লক্ষ লক্ষ মানুষ কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে। আর এই সময়ে গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে তাঁদের নিকট আত্মীয় পরিজনের সমারোহ দেখা যায়। দূরদুরান্তের দর্শনার্থীদের সমাগমে পরিপূর্ণ হয় গ্রামের সমস্ত পুজোমণ্ডপ। সারা রাত্রি ব্যাপী দর্শনার্থীডের জন সমুদ্র কলকাতার দুর্গা পূজাকে মনে করিয়ে দেয়। গ্রাম জুড়ে তৈরি হয় এক উৎসবের পরিমণ্ডল। টানা তিনদিন ধরে জমজমাট মেলা-পরিবেশ এক কথায় অনন্য, অসাধারণ। লক্ষীপূজোর দিন থেকেই লক্ষ্মী গ্রামে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও স্থানে স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধও করা হয়।

ক্রমেই ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়ে এখন বারোয়ারির রূপ ধারণ করেছে এই পূজা। সময়ের সাথে সাথে তা পরিণত হয়েছে উৎসবে। লক্ষ্মীপূজার দিনগুলোতে পুলিশ ক্যাম্প ছাড়াও মেডিক্যাল টিম থাকছে। পেশার টানে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় থাকা মানুষেরাও লক্ষ্মীপুজোর সময় বাড়ি ফিরে আসে। আত্মীয়-স্বজনদের ভিড়ে খালনার লক্ষ্মী গ্রাম জমজমাট থাকে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ অক্টোবর ২০২৩ ৯ কার্তিক ১৪৩০ শুক্রবার

# যাদবপুরে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় চার্জশিট জমা কলকাতা পুলিশের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় চার্জশিট দিল পুলিশ। র‍্যাগিংয়ের অংশ হিসেবে করা হয়েছিল যৌন নির্যাতন। আত্মহত্যার প্ররোচনা দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দাদা'রাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার চার্জশিটে এমন তথ্যই দিল কলকাতা পুলিশ। ঘটনার ৭০ দিনের মাথায় পকসো কোর্টে চার্জশিট দাখিল করে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর। ঘটনার দিন ওই ছাত্রকে যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছিল তা চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে। চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে, প্রথমদিন থেকে ওই ছাত্রকে হস্টেলে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। ঘটনার দিন তাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়েছিল। যৌন নির্যাতনও করা হয়েছিল। অত্যাচারের মাত্রা এতটাই বেশ ছিল যে, ওই ছাত্র আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। আদালত সূত্রে খবর, চার্জশিটে কলেজের ৬ জন বর্তমান পড়ুয়া এবং ৬ জন প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩০৫ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিং এবং পকসো ধারাতেও অভিযোগ এনেছে কলকাতা পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অগাস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের তিন তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় নদিয়ার বগুলার বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রর। ঘটনার পর উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। র‍্যাগিংয়ের জেরেই মৃত্যু হয়েছে ওই পড়ুয়ার তা কার্যত স্বীকার করে নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ পড়ুয়ার বিরুদ্ধে যাদবপুর থানায় খুনের মামলা দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ যাদবপুরের একাধিক পড়ুয়াকে আটক করে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ যেমন রয়েছেন বর্তমান পড়ুয়া, তেমন প্রাক্তন পড়ুয়ারাও ছিল। পরে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ১২জনকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ঘটনার দিন ছাত্রের উপর যৌন নির্যাতনও করা হয়েছিল। পরে ধৃতদের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। ঘটনার তদন্তভার নেয় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। জেলে গিয়ে অভিযুক্তকদের জেরা করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।তাদের বিরুদ্ধেই এদিন কলকাতা পুলিশের তরফে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। এদিকে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তে নেমে তদন্তকারী আধিকারিকেরা জানতে পারেন ঘটনার দিন সন্ধে থেকে ছাত্রটির উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছিল। এমনকী খুলে নেওয়া হয়েছিল জামা কাপড়ও। একটা সময় এমন হয় যে সে একটি ঘরে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু অভিযুক্তরা তাকে নির্মমভাবে টেনে নিয়ে এসে অত্যাচার চালাতে থাকে। সকলে মিলে তাকে ঘিরে ধরায় পালিয়ে বাঁচার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। তার কাছে তখন নিচে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। তখনই সে নিচে ঝাঁপ দেয়।

# অসুস্থ কালীঘাটের কাকু, কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হল না ইডির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। হার্টের অপারেশনের পর তিনি এসএসকেএম-এ ভর্তি। কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের শারীরিক অসুস্থতার খোঁজ নিতে বৃহস্পতিবার ফের এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন ইডির কর্তারা। এদিন তাঁরা সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহও করতে চেয়েছিলেন বলে সূত্রের খবর। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে বৃহস্পতিবার নমুনা সংগ্রহে অনুমতি দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ফলে সাড়ে চার ঘণ্টা পর এসএসকেএম থেকে ফিরতে হল তদন্তকারীদের।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত ৩০ মে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেপ্তার করে ইডি। এর পর থেকে বারে বারে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে তদন্তকারীদের অভিযোগ। গত অগস্টে বাইপাস সার্জারি হয় সুজয়কৃষ্ণের। ফের অসুস্থ হয়ে পড়ায় গত ২২ অগস্ট তাঁকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেই থেকে হাসপাতালেই রয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে এসএসকেএমের উডবার্ন ওয়ার্ডে রয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ। কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অধীনে চলছে তাঁর চিকিৎসা। এদিন হাসপাতালের সুপারের পাশাপাশি কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসকের সঙ্গেও কথা বলেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর, চিকিৎসকদের কাছ থেকে তাঁরা সুজয়কৃষ্ণ শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। গত দু'মাস ধরে হাসপাতালে কালীঘাটের কাকুর ঠিক কী কী চিকিৎসা হয়েছে বা হচ্ছে সেবিষয়েও বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ জরুরি বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। সেজন্য সম্প্রতি আদালতে আবেদনও জানিয়েছিলেন তাঁরা। হাইকোর্ট থেকে মিলেছে অনুমতিও। সেকারণেই এদিন তদন্তকারীরা এসএসকেএমে গিয়েছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সুপার অনুমতি না দেওয়ায় কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ না করেই ফিরতে হয়েছে তদন্তকারীদের।

# প্রতিযোগিতা থাকলে ব্যারাকপুরে আরও ভালো পুজো হবে দাবি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলার দুর্গাপুজো। ইউনেস্কোর এই বিশেষ সম্মান লাভের পর, কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় পুজোর কার্নিভালের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে এবছর প্রথমবার দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হল ব্যারাকপুরে। বৃহস্পতিবার এই কার্নিভাল কেন্দ্র করে সেজে উঠেছিল ব্যারাকপুর। চিড়িয়ামোড়ে তৈরি করা হয়েছিল অস্থায়ী মঞ্চ। এদিন বিসর্জনের বিশেষ শোভাযাত্রা দেখতে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, রাজ্যের সেচমন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া, ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক-সহ বিধায়ক ও পুরপ্রধানরা। জেলায় জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে পুজোর কার্নিভালের ভূয়সী প্রশংসা করে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রথমবার ব্যারাকপুরে পুজোর কার্নিভাল হল। এটা খুব ভালো উদ্যোগ। তবে পুজো কমিটিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে আগামী দিনে ব্যারাকপুর মহকুমা জুড়ে আরও ভালো পুজো হবে।'

পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, 'এ বছর ব্যারাকপুর মহকুমার পানিহাটি ও ব্যারাকপুরে পুজোর কার্নিভাল হয়েছে। ব্যারাকপুরে ২২-২৩ টি পুজো কমিটি এবার কার্নিভালে অংশ নিয়েছিল। ট্রাফিক নিয়ে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি দর্শনার্থীরা যাতে বিসর্জনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, সেদিকেও খেয়াল রেখেই সমস্ত ধরনের আয়োজন করা হয়েছিল।' এদিন প্রথমবার পানিহাটিতেও পুজোর কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হল। সেখানে হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়, পানিহাটির পুরপ্রধান মলয় রায়, বরানগরের উপ-পুরপ্রধান দিলীপ নারায়ণ বসু প্রমুখ।

# সিআইডি আধিকারিক-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু সিবিআইয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বাংলার দুই সিআইডি আধিকারিক সহ মোট ৩ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করল কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। অভিযুক্তদের মধ্যে রানিগঞ্জ থানার পূর্বতন এক আধিকারিকও রয়েছেন। ৪ অক্টোবর এঁদের বিরুদ্ধে দিল্লিতে এসিবি-র তরফে এফআইআর দায়ের করা হয়। সিবিআই সূত্রে খবর, ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে জিতেন্দ্র নাগওয়ানি নামে এক ব্যবসায়ী মুম্বইয়ের ওরলি থানায় অভিযোগ করেন যে, এ রাজ্যের তিন সিআইডি আধিকারিক তাঁর কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা তোলা আদায়ের চেষ্টা করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে বর্ধমানের রানিগঞ্জে একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে নগদ তিন কোটি ২ লাখ টাকা উদ্ধার হয়। এই তদন্তে নেমেই জিতেন্দ্র এবং তাঁর সংস্থার নাম সামনে আসে। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা দায়ের করা হয়। ব্যবসায়ীর অভিযোগ, সে সময়ে এই মামলা থেকে রেহাই দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই তিন আধিকারিক তাঁর কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা ঘুষ চান। এখানেই শেষ নয়, গত বছরের ২৪ জুলাই দুবাই থেকে ফেরার পথে বিমানবন্দরে তাঁর স্ত্রী ভূমিকাকে অভিবাসন দপ্তর আটক করে। এরপরই কলকাতা পুলিশ তাঁর নামে লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছে বলে ভূমিকাকে জানানো হয়। পরের দিনই এক সিআইডি আধিকারিক মুম্বই উড়ে গিয়ে ভূমিকাকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দেন বলেও অভিযোগ।

এর ভিত্তিতে ওরলি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। এরপর মামলার তদন্তভার নেয় সিবিআই। সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টও ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সিআইডি-র করা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং কেস খারিজ করে দেয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ইডি ছাড়া কোনও তদন্তকারী এজেন্সি কোনও সংস্থার বিরুদ্ধে ওই অ্যাক্টে মামলা দায়ের করতে পারে না।

# বিচারকের বদলির ওপর স্থগিতাদেশ বিচারপতির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যের তরফ থেকে দেওয়া বিচারকের বদলির নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। 'কয়েকজন আইনজীবীর স্বার্থে এইভাবে বিচারক বদলি করাকে সমর্থন করে না আদালত', বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রশাসনকে দখল নিতে দিতে পারি না। সেই অনুমতি দেওয়া হলে এই ঘটনা আরও বাড়বে।' আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বদলির নির্দেশ কার্যকর করা যাবে না বলেও জানান বিচারপতি।

এদিকে এই বদলির নির্দেশ দিয়ে রাজ্যের ডেপুটি সেক্রেটারি চিঠি দিয়েছিলেন ওই বিচারককে। এবার সেই চিঠির ওপর আপাতত স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। সঙ্গে রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে হবে। পাশাপাশি মামলাকারী বিচারকের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলার থাকে, সেটাও জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে। আগামী ৩০ নভেম্বর ফের শুনানি হবে মামলার।

ঘটনার সূত্রপাত সম্প্রতি সুদেব মিত্র নামে এক বিচারককে কলকাতায় বদলি করার ঘটনা নিয়ে। একই সঙ্গে শুভ্রশঙ্কর ভট্ট নামে অন্য এক বিচারককে বদলি করা হয় আসানসোল আদালতে। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসানসোল আদালতে অনেক মামলা পড়ে রয়েছে। বৃহত্তর জনস্বার্থে এই বদলি করা হয়েছে বলে দাবি রাজ্যের। এরই প্রেক্ষিতে মামলা করেন বিচারক শুভ্রশঙ্কর ভট্ট। এদিকে রাজ্যের আইনজীবী তপন মুখোপাধ্যায়, এই বদলিকে 'রুটিন' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য জনস্বার্থে কোনও বিচারককে বদলি করা যেতেই পারে, এটা একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। বদলি করার অধিকার প্রশাসনের আছে বলেও মন্তব্য রাজ্যের।

অন্য দিকে, মামলাকারী বিচারকের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, কিছু আইনজীবীর স্বার্থে আঘাত লাগছে বলেই চক্রান্ত করা হয়েছে তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে। কলকাতার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও চক্রান্ত করেই তাঁকে বদলি করা হয়েছে বলে দাবি আইনজীবীর।

# মেট্রোর কাজের জন্য ময়দানে গাছ কাটায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মেট্রোর কাজের জন্য ময়দান চত্বরে গাছ কাটার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দের ডিভিশন বেঞ্চ। এই নির্দেশের জেরে মেট্রোর কাজের জন্য এখনই ময়দান চত্বরে কোনও গাছ কাটতে পারবে না নির্মাণকারী সংস্থা রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড। আগামী ৯ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

উল্লেখ্য, মোমিনপুর থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রোর কাজের জন্য ময়দান চত্বরে প্রায় ৭০০ গাছ কাটার চিন্তা ভাবনা চলছিল। কিন্তু সেই গাছ কাটার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেই, এই অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা করে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাঁদের বক্তব্য, ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে তিনবার আরটিআই করে জানতে চাওয়া হয় এই গাছগুলি কাটার প্রয়োজনীয় অনুমতি রয়েছে কি না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের থেকে কোনও জবাব পাওয়া যায়নি বলেই দাবি মামলাকারী সংগঠনের। এমনই এক প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

এদিন মামলার শুনানির সময় যে পরিমাণ গাছ কাটার কথা হচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে হাইকোর্টও। বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য জানান, 'যে সংখ্যক গাছ কাটার কথা বলা হচ্ছে, তা উদ্বেগের।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'শহরের যে কোনও মানুষ স্বীকার করবে যে ময়দান শুধু একটি খোলা জায়া নয়, এটি আরও অনেক বেশি।

শহরের ফুসফুস হল এই ময়দান।' শুধু তাই নয়, ১৯৫০ সাল থেকে যে শহরগুলির তাপমাত্রা বছর বছর বেড়ে চলেছে, সেই তালিকায় শহর কলকাতাও যে রয়েছে এদিন শুনানির সময় তাও উল্লেখ করে বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দের ডিভিশন বেঞ্চ।

# ২-৩ ডিগ্রি কমবে তাপমাত্রা লক্ষ্মীপুজোয় ঝকঝকে আকাশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বিজয়া হতেই ঢুকে পড়ল উত্তুরে হিমেল হাওয়া।

নিম্নচাপের মেঘ কেটেছে। বৃষ্টি আপাতত বিদায় নিয়েছে। উত্তুরে হাওয়া ঢুকতে শুরু করায় আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী তিন থেকে চার দিনে তাপমাত্রার পারদ নামবে আরও ২-৩ ডিগ্রি।

শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বদলে গেছে নিম্নচাপে। আপাতত মিজোরাম এবং সংলগ্ন মনিপুর ও মায়ানমারে অবস্থান করছে। ঘূর্ণিঝড়ের ভয় কেটেছে। তবে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে। আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ভ্যাপসা গরমের দিন শেষ। এখন বাতাসে জলীয় বাষ্প কমছে। আগামী কয়েকদিনে আরও শুষ্ক হবে আবহাওয়া। ক্রমশ উত্তুরে হিমেল হাওয়া ঢুকবে রাজ্যে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কাটিয়ে উত্তুরে হাওয়ায় শীত আসবে বাংলায়। উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই শীতের আমেজ এসেছে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে সন্ধের পর থেকেই তাপমাত্রা কমবে। লক্ষ্মীপুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ঝলমলে রোদই থাকবে। সকাল-সন্ধেয় মনোরম আবহাওয়া থাকবে বাংলায়। কলকাতায় এখন সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪.৫ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ ডিগ্রি। আগামী কয়েকদিনে দিনের তাপমাত্রা আরও নামবে।

# উধাও গ্রিটিংস কার্ড, বঙ্গ সংস্কৃতিতে থাবা বসিয়েছে নয়া প্রযুক্তি

**শুভাশিস বিশ্বাস**

**কলকাতা:** এক কলি ছড়া লেখার জন্য কত শৌখিনতা। আর এই শৌখিনতাই একসময় অঙ্গ ছিল বাঙালি সংস্কৃতির। বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য জমানো টাকার কিছুটা খরচ হতো কার্ড কিনতেই। কিন্তু এখন পুরোটাই যেন নস্টালজিয়া। জীবন্ত স্মৃতি। কার্যত এখন আর কোনও দোকানে দেখাই মেলে গ্রিটিংস কার্ডের। স্মার্টফোনের জমানায় 'গ্রিটিংস কার্ড' এই শব্দবন্ধ বড়ই অচেনা নতুন প্রজন্মের কাছে।

মোবাইল যখন বাজারে আসেনি তখন কি-বোর্ড টাইপ করে যে বার্তা পাঠানো যেতে পারে এমন ভাবনাই আসেনি কারও মনে। তখনও শুভেচ্ছা জানানোর মূল বিষয়টা ছিল আর্টের সঙ্গে এক কলি বার্তা। আর এই ধারনাকেই বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন করে জনমানসে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল আর্চিস গ্যালারিকে। আর এখন ডিজিটাল জমানায় মুঠোফোনেই মিলছে নানা ধরনের গ্রিটিংস। যার ফলে আলমারিতে সাজিয়ে রাখার প্রাসঙ্গিকতা কালের নিয়মে ম্রিয়মাণ। মুঠো ফোনের চাপে একরে পর এক বন্ধ হয়েছে আর্চিস গ্যালারিও। টাইম মেশিনে চড়ে বিংশ শতকের শেষ দিকে চলে গেলে এই গ্রিটিংস কার্ড কেনার হিড়িক ছিল নজর কাড়া। তখনও সময়টা তত 'স্মার্ট' হয়নি। হাতে হাতে স্মার্ট ফোনের চলন তখন ভাবতেই পারেনি আম-বাঙালি। কাজের চাপে সারা বছরে একটা চিঠি না লেখা হলেও বিজয়াতে একটা চিঠি পাঠাতেই হতো প্রিয়জনদের এবং প্রবীণদের প্রণাম জানিয়ে। বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনের মতোই এই দশমীতেও গ্রিটিংস কার্ডের দোকানে ভিড় বাড়তো অনেকটাই। আবার অনেকে রাস্তার ধারে অস্থায়ী ছাউনি ফেলেও এই কার্ডের ব্যবসা করে কিছু টাকা ঘরে তুলতেন। এরপর এই গ্রিটিংস কার্ডই গোলাপি, নীল খামে বন্ধ হয়ে পৌঁছে যেতো হাতে হাতে। ফলে সব মিলিয়ে সারা বছর পোস্ট অফিসে খুব একটা চাপ না থাকলেও দশমীতে চাপটা থাকতো বেশ ভালই।

তবে গ্রিটিংস কার্ডের এই বিক্রি একটু একটু করে কমতে থাকে ই-মেল চালু হতে। ই-মেল শুরু হতে চিঠি লেখার প্রচলনে ভাটা পড়ে সাংঘাতিক ভাবেই।বিজয়ার পর বড়দের প্রণাম জানিয়ে চিঠি লেখা বন্ধ হল রাতারাতি। এরপর একবিংশ শতকের

গোড়াতেকই এল আরও এক বড় পরিবর্তন। সবার হাতে পৌঁছে গেল মোবাইল। কারণ, এর আগে ইনকামিং কলে টাকা কাটা হতো। ২০০২ থেকে ইনকামিং কল ফ্রি করে দেওয়া হতেই সবার হাতে পৌঁছায় মোবাইল। এরপরই এক বড় ধাক্কা আসে পত্র লিখন থেকে গ্রিটিংস কার্ড প্রেরণের ক্ষেত্রেও। তখন মেসেজেই শুরু হয় গ্রিট করা। একটু বেশি পয়সা যাঁরা খরচ করতে চাইতেন তাঁরা পাঠাতেন এমএমএস। এরপর দ্রুত লয়ে এগোতে থাকে প্রযুক্তি। বার্তা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আসে স্মার্ট ফোন বাজারে আসতে। স্মার্ট ফোনের হাত ধরে সমগ্র পৃথিবী চলে আসে হাতের মুঠোয়। শুধু তাই নয়, ফোনেই মিলতে থাকে নানা ধরনের গ্রিটিংস কার্ড। পছন্দ করে পাঠিয়ে দিলেই হলো। ফলে বড়দের প্রণাম জানানো থেকে বাড়ির ছোটদের শুভেচ্ছা জানানোর সব কার্ডই হাজির এখন এই মুঠোফোনে। খুব বেশি হলে ফোনে ছোট্ট আলাপচারিতার মাঝেই শেষ হচ্ছে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানোর কাজও। ফলে দোকানে গিয়ে আর এই গ্রিটিংস কার্ড কেনার ঝক্কিও শেষ, খরচও করতে হয় না গ্যাঁটের কড়ি।

প্রযুক্তি তার ডানা মেলে মানবজীবনকে অনেক সহজ করে দিচ্ছে ঠিকই, তবে তার সঙ্গে আমরা হারাচ্ছিও অনেক কিছুই। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ নেওয়া বা প্রতিমা নিরঞ্জনের পর কোলাকুলি আজ এক বড় বিরল দৃশ্য। পরস্পরের প্রতি প্রাণের টান যেন কমেছে কোথাও একটা। সঙ্গে সমাজের এক শ্রেণি যাঁরা এই গ্রিটিংস কার্ড তৈরি করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁদেরও রুজি-রোজগারে টান পড়েছে। জীবনধারনের জন্য বাধ্য হয়ে বেছে নিয়েছেন অন্য কোনও পথ। হারিয়ে যেতে বসেছে হাতে আঁকা বা কার্ডের ওপর ছোট ছোট সুন্দর কাজগুলোও। কিন্তু এ সবই তো একসময় বাঙালি সংস্কৃতির একটা বিরাট অঙ্গ ছিল। প্রযুক্তির হাওয়ায় এমনটা কী কাম্য ছিল আমাদের, এটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন।

## সম্পাদকীয়

# বাংলা সাহিত্য নিয়ে এবার ভাবতে হবে

বাছার জন্য যে ধৈর্য ও মেধা দরকার, সেটাই শুধু বেমিল। আর বেমিল অবসর। আমার মনে হয়, এই সমালোচনা পাঠকের প্রাপ্য নয় । বরং এই সমালোচনা বাংলা সাহিত্যের লেখকদেরই করা উচিত। বাংলা সাহিত্য কি তার আগের জায়গা ধরে রাখতে পেরেছে? অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি যে ব্যাঙ্কের শাখায় কাজ করতাম, সেখানকার লাইব্রেরির জন্য পুজোর সময় আমরা প্রায় সব ক'টি শারদীয় সংখ্যা কিনতাম। কাড়াকাড়ি পড়ে যেত কে আগে কোনটা নেবে। শেষে লটারির মাধ্যমে শারদ সংখ্যাগুলো বণ্টন করতে হত। এখন আমি অবসরপ্রাপ্ত। শুনলাম বহু দিন হল সে শাখায় শারদ সংখ্যা কেনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কারণ পড়ার লোক নেই! এখন বাঙালি পাঠক ঠিক সময় বার করে টিভি সিরিয়াল ও মোবাইল দেখেন, কিন্তু বই পড়ে সময় কাটান না। লেখকরা কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়েছেন। এই প্রতিযোগিতায় জিততে গেলে তাঁদের লেখার মান বাড়াতে হবে। কিন্তু সেখানে আমরা কী দেখছি? বাংলা সাহিত্য ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক লেখকরা সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি ভুলে গিয়েছেন। গল্প যদি গল্পের মতো করে না বলা হয়, তবে সেটা আর গল্প থাকে না। পরীক্ষানিরীক্ষা করার হলে করা হোক, কিন্তু মূল জায়গাটা তো ঠিক রাখতে হবে। তাই পাঠকরা মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। বাংলা সাহিত্যকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে গেলে লেখকদের আরও ভাবতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, পরিশ্রমী হতে হবে। প্রতিভার অভাব নেই, সেই প্রতিভাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে গেলে ধৈর্য ধরে, সঠিক পথে এগিয়ে যেতে হবে। প্রবীণ সাহিত্যিকদেরও উচিত সক্রিয় ভাবে নবীন সাহিত্যিকদের সাহায্য করা। কী ভাবে সৃষ্টিমূলক (গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি) সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয়, সে নিয়ে কোনও সফল বাঙালি সাহিত্যিকের লেখা গাইড বই নেই। অথচ, ইংরেজি বা বিদেশি ভাষায় এই ধরনের বইয়ের অভাব নেই। এই দিকেও নজর দিতে হবে।

## শাশ্বত কথা

### যেমন ভাব তেমন লাভ

এক ব্যক্তি যেমন কারো পিতা, কারো জ্যাঠা, কারো খুড়া,কারো মেসো, কারো ভগ্নীপতি, কারো শ্বশুর ইত্যাদি ইত্যাদি। এস্থলে ব্যক্তি এক হলেও কিন্তু সম্বন্ধ ভেদে অনেক প্রকার প্রভেদ রয়েছে,তেমনি সেই এক সচ্চিদানন্দকে ভক্তেরা শান্ত, দাস্য,সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি নানাভাবে উপাসনা করে। যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ হয় অর্থাৎ যে তাঁকেই চায়, সে তাঁকেই পায়। আর যে তাঁর ঐশ্বর্য কামনা করে, সে তা-ই পেয়ে থাকে। রাজবাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়ে যে লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি সামান্য বস্তু প্রার্থনা করে, সে অতি নির্বোধ। রাজাধিরাজ ভগবানের দ্বারস্থ হয়ে জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি রত্ন প্রার্থনা না করে অষ্টসিদ্ধাই প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুর নিমিত্ত যে প্রার্থনা করে সে বড়ই নির্বোধ।

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

## জন্মদিন

### আজকের দিন

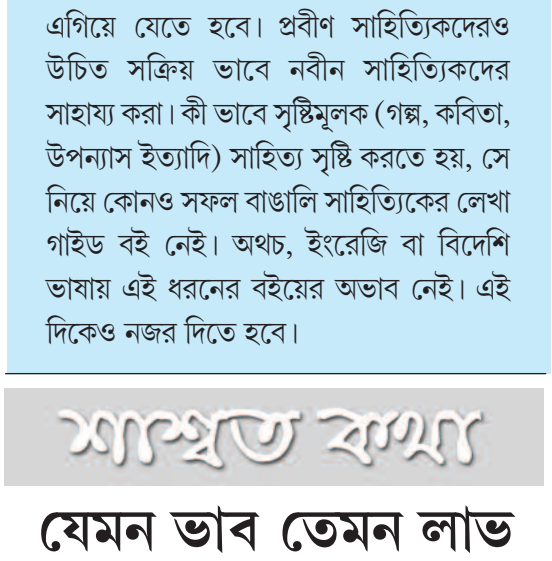

যতীন্দ্রনাথ দাস

১৯০৪ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন্দ্রনাথ দাসের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অনুরাধা পড়োয়ালের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইরফান পাঠানের জন্মদিন।*

# উমা বিদায় আসলে অপেক্ষায় আমাদের আবেগ

**বাবুল চট্টোপাধ্যায়**

জলে পড়লো মা। মা চলে গলো। মানে উমা চলে গেলো। মানে শত নাম চলে গেলো। ওভাবে বলতে নেই। বলো---হলো নিরঞ্জন। মহা ধুমধামে। আসছে বছর আবার হবে। অপেক্ষায় — আমাদের আবেগ। জানি না নবমীতে তুমি কাঁদছিলে কিনা। কেউ কেউ টের পেয়েছে। সবাই পায় নি। মানে তুমি বলবে বৃষ্টি আর আমি বলবো আনন্দাশ্রু। দশমিতেও সেম। কেউ কেউ টের পেয়েছে। এবার একটু বেশি। তবে আকাশের কালো মেঘ সকলেই টের পেয়েছে। এটা কার চোখের জল। মেনকার নয় তো! সাধে কি মেনকা উমার উদ্দেশ্যে বলেছিল, 'নবমী নিশি না অবসানা।' মানে নবমীর রাত যেনো শেষ না হয়। কারণ দশমি হলেই তো আবার তাকে মর্ত্যলোক ছেড়ে কৈলাসে চলে যেতে হবে। এটা কি কম কষ্টের? একজন মায়ের কি কম যন্তনা! ভুল বললাম। এটা একজন মায়ের ওরফে সারা বাঙালির মায়ের কম যন্তনা। তাও ভুল হলো, আসলে মা মেয়ের উভয়েরই কষ্ট। কষ্ট হিন্দুর ও। তাও দুর্গা পুজো ছিল বলে আসা যাওয়ার এত আবেগ আছে। এটাও বা কম কি।

একটা পুজো মানে, দুর্গা পুজো ছিল বলে আমাদের এত আবেগ। এই আবেগ আমাদের বাঙালির খুব চেনা। বাঙালি বলছি এই কারণে যে হিন্দু ধর্মের এই পুজোয় বাঙালি একেবারে পরিপূর্ণতায় মাতে। অন্যরাও মাতে তবে সেখানে তাতে এত আবেগ কোথায়! এসময়ে কোথায় কোথায় ছুটে গেছে গায়ক। কোথায় কোথায় ছুটে গেছে চিত্রশিল্পী। কোথায় কোথায় ছুটে গেছে বাদ্যকার। মৃৎশিল্পী,পতুয়া পাড়া, কুমোরটুলি, ফাস্যান, বাজার, দোকান থেকে কত সনাতন — সকলেরই ব্যস্ততার যেন নিরঞ্জনেই অবসান। ভুল বললাম। অবসান নয়,আসলে আবার অপেক্ষার। একটি বছরের।

ঢাকের শব্দ, শরৎ কাল,কাঁশ ফুল, নতুন জামা, প্যান্ডেল, এত আলো, প্রেমের ছুঁতো, খুশি, আনন্দ, আবেগ, সিন্দুরখেলা এবং সবশেষে বিদায় বিষণ্ণতা — একটা দুর্গাপুজো না থাকলে জানা যেত না। আর যদি না থাকতো বাঙালি। এটা বললে কে কি ভাবলো জানি না। তবে ব্যাক্তিমতে এটা জানি ইস্ট অ্যা ওয়েস্ট বাঙালি ইজ দ্যা বেস্ট। তাই আমি গর্বিত যেমন আমি ভারতীয় বলে। আমি গর্বিত তেমন একজন বাঙালি বলেও। সৌজন্যে দুর্গাপুজো। একটা পুজো মিলিয়ে দেয় কত কিছু। একটা পুজো প্রেমের গন্ধে রাঙিয়ে দেয় একটা গোটা জনসমাজকে। এতো কম কথা নয়! এখানেই সম্ভব এত উন্মাদনা, এত পাগলামো। যদি তাই না হতো তবে কেনো রহিম অপেক্ষায় থাকতো না এই দুর্গাপুজোয়। শুধু রহিম নয়,মাস্টার গোমস, সিদ্ধী, ঝা, পিটার সবাই মাতে দুর্গাতে। আর এটিই পুজোর ম্যাজিক। আসলে দুর্গাপুজো হয়েছে এক সর্ব ধর্মের সমাহার। তাই আজ দুর্গাপুজো হয়েছে আপামর। না আমার না আপনার। আমার আপনার করে করে সবার।

এমন কোনো ফাজিলও পাবেন না যে দুর্গাপুজো কে কেন্দ্র করে কোনো অকথ্য কথা বলেছে। ইফটিজিং করা ছেলেটাও শুধরে গেছে এই দুর্গা পুজোতে। না কিছু বলা যাবে না। ওরা মা। মা দুর্গা। এই কনসেপ্ট ওদের কাজ করে। যে দুর্গাপুজো দেখে না সেও কখনো বারণ করে না এই পুজো না দেখতে বা এনজয় করতে। মানে মনোভাবটা এমন যে মা আমাকে দেখেনি না তো কি হয়েছে এত মানুষকে তো দেখেছে। এটাই মায়ের ম্যাজিক। আরও ম্যাজিক কি জানেন,যে মায়ের মুখ দেখেনি সেই মাকে কাঁধে করে গঙ্গার দিকে নিয়ে গেছে। এটাই মায়ের ম্যাজিক। আর ঠিক সেদিন দুপুর বেলা ঘটেছে আরেক কান্ড। মা'র সাথে সিঁদুর খেলে এসেছে এক অবিবাহিত মহিলা। এটা নাকি হয় না। সে বলে আমি জানতাম না। আসলে আমি কাছ থেকে আমার মাকে দেখতে গেছিলাম। আমার আপন মা তো অনেকদিন আগেই চলে গেছেন। বেচেঁ থাকলে মাকে সিঁদুর পড়লে কেমন দেখাতো তাই তো দেখতে পেলাম। না, হয় না হিন্দু ধর্মে! মানছি অবশ্যয় ধর্ম রীতির উপরে কিছু নেই। আবেগ স্মৃতি কি কম কিছু? অত বুঝি না। বুঝি দুর্গা পুজো ঠিক। ভুল বললাম, সঠিক। তাই তার সাথে জড়িত সব কিছুই ঠিক। আমি চিৎকার করে বলতে পারি আমিই ধর্ম। আমি ধর্মান্ধ বা ধর্মভীরু নয়।

'ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে মাতে মন '— তোরা আর কত দিন চালাবি বলতো এই গান? প্রশ্ন বিদেশে থাকা মেয়েটির। লন্ডনেও বাজে গানটি। আরে ওটা পুজোর গুণেই মিষ্টি। মাকে কেন্দ্র করেই সবাই একেবারে পারফেক্ট। আরে আমার তো ঘুম ভাঙ্গে 'বাজলো খুশির —'। কিংবা 'জাগো তুমি জাগো —'। তবে! আসলে পুজোয় মায়ের আশীর্বাদে গান গুলো হিট। এরকম হাজারো আছে। শুধু কি গান, নাচের কথা ভাবো। কত ছোটবেলা পূজামঞ্চে প্রথম নাচের পারফরমেন্স করে। খোঁজ নিলে জানতে পারবেন ভালো অ্যানকারের হাতেখড়ি হয়েছিল পূজামঞ্চে। জানেন কত কৃপণ মানুষ পুজোয় হাত খুলে বকশিস দিয়েছে পুজো বলে। জানেন কত সুগার পেসেন্ট শুধুমাত্র বিজয় দশোমিতেই মিস্টি খেয়ে নেন অবলীলায়। পুলিশে চাকরি করেন আমি এমন একজনকে চিনি যে চতুর্থী থেকে টানা নবমীর দিন অবধি দিন রাত ডিউটি করেও মাঝের এক দু'ঘন্টা বউ বাচ্ছাকে নিয়ে বাইক করে ঠাকুর দেখিয়েছে ছয় দিন টানা না ঘুমিয়েও। আপনি বলবেন কি করে? আমি বলবো সম্ভব শুধু মায়ের কৃপায়। বাড়ির পুজোয় দশমির দিন সারা পরিবারকে কাঁদতে দেখেছি মা চলে যাবে বলে। দেখেছি যে নাচের ন জানে না সে কি অপরূপ নাচছে ভাসানের সময়। না, একটু সূরা পান করেছিল। অনেকটা খেয়ে দিয়েছিল ওর বান্ধবী। না, ও নাচেনি। জাস্ট পাগলামি করেছে। আর সেই ছেলেটা যে কিনা এসব সহ্য করতে পারে না সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে কি উদ্যম ড্যান্স। এসব মায়ের কৃপা ছাড়া কি। আর ওই ছেলেটা যে গান করছে আর সামনে দু 'একজন ছাড়া কেউ নেই -- তার কথায় তো প্রশ্ন আমার বোকা বন্ধুর। দাদা কে শুনছে? বললো — মা শুনছে। এর বেশি কি কিছু লাগবে? বোঝো ঠ্যালা। আর প্রশ্ন করবি? তবে যে মেয়েটা ওরকম শরীর দুলিয়ে নাচ করছিল তবে কি কালকে ওই পথ দিয়ে অফিসে যাবে না। ওর লজ্জা করবে না। আরে বোকা কালকে আর দুর্গাপুজো থাকবে না। ও তো মাকে বিদায় বেলায় সেলিব্রেট করছে ওর মত করে। তাতে অসুবিধা কোথায়? ও নিরুত্তর। আসলে আনন্দ সবার।

এই আমাদের পুজো। দুর্গাপুজো। কত আবেগ এই পুজো ঘিরে। কত ভালোবাসা, কত প্রেম এই পুজো ঘিরে তার অবধি নেই। মা আমাদের সর্বমঙ্গলা। সমস্ত কিছু ঠিক করে দেন। এমন অনেক মানুষ আছেন প্রতিমা নিরঞ্জনের দিন গঙ্গাবক্ষে যান না তার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে যায় বলে। সে মাকে বিদায় দিতে চায় না। তবুও এই পুজো দারুণ সাপোর্ট করেন কারণ তার নিজেরই মা হয়তো উমা বেশে সবার মঙ্গল কামনায় সবার মনে বিরাজ করে বলে। ভাবুন একবার! এই আমাদের পুজো। আমি গর্বিত আমি হিন্দু। আমি আরো গর্বিত আমি বাঙালি বলে। এ পুজো মনে করি সর্ব ধর্মের সমাহার। যে দুর্গাপুজোকে লিড করছে বাঙালি। বিজয়া দশমী পড়ে গেলে এই যে কোলাকুলি, প্রণাম তার তা তো আমাদের ধীরে ধীরে মুল্যবোধে পরিণত বোধের জন্ম দেয়। আমি হিন্দু ও বাঙালি না হলে তো এত সুন্দরভাবে বুঝতাম না। যে কোনো কারনে হোক না কেন বাবার মুখ না দেখা ছেলেটা ঠাকুর জলে পড়ার তর সয়তে পারে না কখন বাবার পায়ের মুখে প্রণাম করবে বলে। এই আমাদের কালচার, এই আমাদের সংস্কৃতি। এমন কোনো মানুষ আছেন যে একটা দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এত আবেগ কোনোভাবেই একটুও অস্বীকার করতে পারবেন? পারলে আবেগের আয়নায় জানান।

# গাজা ভুখন্ডের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

**অর্ক গোস্বামী**

বিগত দুই সপ্তাহ ধরে হামাসের বিরদ্ধে চলা অভিযানের দরুন হাজার হাজার বোমা গাজা ভুখন্ডে মুড়ি মুড়কির মতো পড়েছে । শয়ে শয়ে হামাস যোদ্ধাদের পাশাপাশি নিরপরাধ শিশু নারী সমেত অসংখ্য সাধারণ গাজানিবাসির মৃত্যু যেন রুটিন হয়ে গেছে। প্রাথমিক ভাবে ভয়াবহ আক্রমন চালিয়ে ইজরায়েলি প্রশাসন কে হতবাক করে দিলেও পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে এখনো অবধি হামাস বাহিনী পাল্টা উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় দফার কোনো আক্রমন শানাতে পারেনি। ইজরায়েলের পক্ষে আক্রান্ত দেশ হিসেবে আত্মরক্ষার অধিকারজনিত যুক্তি দেখিয়ে হামাস কে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে পুর্নশক্তি নিয়োগ করা স্বাভাবিক একটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো যুদ্ধ জয়ের পরে গাজার কী হবে? হাজার হাজার নির্বিবাদী মানুষের অকাল মৃত্যুর স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধ্বংস স্তুপের মধ্যে আবার দুঃসহ জীবনযাপন হয়তো শুরু হয়েও যাবে! তবে মনে রাখতে হবে গাজা ভুখন্ডে ইজরায়েলি আক্রমনই কেবল একমাত্র আশংকার বিষয় নয়। অপরিকল্পিত স্বাস্থ্য পরিসেবা, দারিদ্রতা এবং বেকারত্বের জ্বালা নিয়ে গাজার দৈনন্দিন জীবন । এই জাতীয় দুর্বিষহ অবস্থা ভবিষ্যতে যে পুনরায় হামাসের উত্তরসূরী তৈরি করবেনা কে বলতে পারে? সামরিক ভাবে হামাসকে দমিয়ে দেওয়া গেলেও রাজনৈতিক ভাবে হামাস এবং হামাস সদৃশ্য সংগঠনগুলির পুনরুত্থান আদৌ আটকানো যাবেকী?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক ইজরায়েল সফরে মাননীয় মার্কিন রাস্ট্রপতি জো বাইডেন মার্কিন প্রশাসনের আফগানিস্তান অভিজ্ঞতার কথা ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী কে সবিশেষ বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন ৯/১১ ঘটনার প্রত্যাঘাতের দরুণ প্রাথমিকভাবে মার্কিন সেনাবাহিনীর সাফল্য এসেছিলো কিন্তু অচিরেই সেই ভুল ভেঙে যায় যখন আফগানিস্তানে প্রতিনিয়ত মার্কিনবাহিনী চোরাগোপ্তা আক্রমনের শিকার হতে থাকে। আফগানিস্তানের প্রাথমিক মানবাধিকার সুরক্ষিত না করে, স্বাস্থ্য পরিসেবা, শিক্ষাব্যবস্থার প্রগতিশীল সংস্কারসাধন না করে কেবল মাত্র সামরিক শক্তি এবং অঢেল অর্থে জোরে অর্জিত সামরিক জয় কখনোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য দিতে পারেনি।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস হোক বা তৃণমুল স্তরে আফগানীস্থানের মানুষের সাথে একাত্ম হওয়ার অভাব, যে কারনেই হোক না কেন, দু'দশক ধরে তালিবান বাহিনীর সাথে লড়াই করেও শেষ অবধি ওয়াশিংটনকে সাফল্যের সাথে আফগানিস্তান থেকে সরে আসতে হয়েছিলো গনতন্ত্র স্থাপনের লক্ষ্যের সমাধি রচনা হতে দেখে।

ইজরায়েলের বর্তমান গতিবিধি এখনো অবধি অনেকটা ৯/১১ পরবর্তী মার্কিন প্রশাসনের কার্যকলাপের রেপ্লিকা বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন । হামাসের সাথে সংঘর্ষে ইজরায়েলের সাময়িক জয় নিশ্চিত কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী গাজার প্রশাসন সম্পর্কে ইজরায়েলের পরিকল্পনা এখনো সম্পুর্ন ধোঁয়াশার মধ্যে। দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ থেকে একথা বলাই যায় যে গাজা ভুখন্ডকে সরাসরি নিজেদের অধিকারে এনে শাসন করার পক্ষপাতী ইজরায়েল নয়। পাশাপশি ইজরায়েলের অন্যতম ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য হলো গাজা ভুখন্ড এবং ওয়েস্ট ব্যংকের যৌথ রাজনৈতিক আন্দোলন কে পুঞ্জীভূত হতে না দেওয়া।

একথা অস্বীকার করা যায়না যে গাজা ভুখন্ডে যদি একটি ইজরায়েল বান্ধব সরকার থাকে তবে সেটা শান্তিপুর্ন রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক সহাবস্থানের প্রকৃষ্ট উদাহরন রূপে গন্য হবে। এমতাবস্থায় সহজ বিকল্প হতে পারে প্যালেস্টাইন মুক্তি পরিষদের অন্যতম বৃহৎ দল এবং ওয়েস্ট ব্যংকে হামাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহ গোষ্ঠী। যুদ্ধোত্তর গাজা ভুখন্ডের প্রশাসনিক রুপরেখা কী হবে সেই বিষয়ে আলোচনায় বসা একান্ত জরুরী। তবে এই বিকল্পটি সমস্যা মুক্ত নয়, ফাতাহ-র অ ভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের কারনে বাড়তে থাকা উপদলীয় প্রবণতা এবং ওয়েস্ট ব্যংক প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘ ফলত গাজা ভুখন্ডে সংগঠন তৈরি করে ভোটে জিতে হামাসের বিকল্প হয়ে ওঠা ফাতাহ -র পক্ষে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এই বিষয়ে যদি ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকেও তাহলেও এই প্রশাসনে বৈধতা নিয়ে গাজার জনসাধারণের মধ্যে সন্দেহ থেকেই যাবে। এরকম পরিস্থিতিতে তুলনামুলক ভাবে গ্রহনযোগ্য বিকল্প হলো গাজা ভুখন্ডে আন্তর্জাতিক শান্তিবাহিনী তত্বাবধানে প্রশাসন চালানো।

ভূরাজনৈতিক ভাবে ক্রমাগত অস্থির হয়ে ওঠা গাজা ভুখন্ড নিয়ে প্রতিবেশি দেশ গুলির দীর্ঘমেয়াদী নিস্পৃহতা অন্যতম কারন অধিকাংশ দেশগুলির পক্ষে বর্তমানে গাজা প্রশাসন চালাবার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব এবং হামাসের বিকল্প রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহনে অনিহা। রাস্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর বর্তমানে ইজরায়েলি সরকারের রাশ চরমপন্থী দের হাতে যাদের অন্যতম লক্ষ্য গাজা ভুখন্ড কে প্যালেস্টাইনী মুক্ত করা।

আফগানিস্তানে আমেরিকার দুই দশকের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা যায় যে হামাস বিরোধী এই যুদ্ধে ইজরায়েলের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত আগামী প্যালেসটাইনী প্রজন্মকে চরমপন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখা। হামাসমুক্ত গাজা ভুখন্ডে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের সুযোগ এবং সম্মানজনক জীবনযাপনের শর্তপূরন ব্যর্থ হলে বর্তমানের ধ্বংসস্তুপ থেকে ভবিষ্যতের উগ্রপন্থার বীজ মহীরুহে পরিনত হবে, এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ইজরায়েলকে যাবতীয় পরিকল্পনা করা দরকার।

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# চুঁচুড়ায় পুজো কার্নিভালে যোগ দিল ১৮টি পুজো কমিটি

## উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়



**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** চুঁচুড়ায় দুর্গাপুজো কার্নিভালের উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট টাইমের অনেক পরে সন্ধেবেলায় উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুরের সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানালেন এই কার্নিভাল কলকাতাতেও হবে, দুর্গাপুজোর এত বড় উৎসব সারা বাংলা জুড়ে বিশ্বের দরবারে এটা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের হেরিটেজের তকমা পাওয়া গিয়েছে। এই কার্নিভালে নানা রকম সংস্কৃতি সঙ্গে প্রতিমা দেখা যায় একসঙ্গে অনেক মানুষ এটা দেখ তে পায় এটা ভাবাই যায় না। চুঁচুড়া কার্নিভালের প্রধান উদ্যোক্তা বিধায়ক অসিত মজুমদার। গত বছর বাইশটি পুজো কমিটি যোগ দিয়েছিল এবার আঠারোটি পুজো কমিটি যোগ দিয়েছে বেশ কিছু পুজো কমিটিকে কার্নিভালে যোগ দেওয়ার জন্য সাহায্য করেছেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। চুঁচুড়ার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে শেষে চুঁচুড়া অন্নপূর্ণা ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হবে বলে জানা গিয়েছে। হুগলির চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর মতো এবারও হুগলির চুঁচুড়ায় দুর্গাপুজোর কার্নিভালের আয়োজন করেছিলেন হুগলির চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। বৃহস্পতিবার এই দুর্গাপুজোর কার্নিভালের উদ্বোধন করেন। হুগলির শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সঙ্গে ছিলেন চুঁচুড়ার বিধানসভার বিধায়ক অসিত মজুমদার, সপ্তগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, ধনেখালি বিধানসভার বিধায়ক অসীমা পাত্র, চাঁপদানির বিধানসভার বিধায়ক অরিন্দম গুইন, হুগলি- চুঁচুড়া পুরসভা, বাঁশবেড়িয়ার পুরসভার, বৈদবাটি পুরসভা, শ্রীরামপুর পুরসভার পুরপ্রধান ও পুর সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন হুগলির জিলা পরিষদের নতুন কর্মাধ্যক্ষরা। পতাকা নাড়িয়ে কার্নিভালের উদ্বোধন করেন হুগলির শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## ইছামতি নদীতে ভাসান দেখে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, মৃত ৩

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** ইছামতি নদীতে ভাসান দেখে ফেরার পথে গভীর রাতে লাইট পোস্টে ধাক্কা বাইক আরোহীদের। ঘটনায় মৃত্যু ৩ যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার গোকুলপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাদুড়িয়া আটুরিয়া দাসপাড়ার তিন যুবক রাজেশ দাস, শুভঙ্কর দাস, সহদেব দাস এই তিনজন বসিরহাটের ইছামতির নদীর ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে এসেছিল। তারপর রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ এক বাইকে তিনজন হেলমেটবিহীন অবস্থায় আবার তেঁতুলিয়া ইছামতি নদীতে বিজয় দশমী দেখতে যায়। সেই সময় স্বরূপনগর থানার গোকুলপুরে ১১ হাজার ভোল্টের লাইট পোস্টে সজোরে ধাক্কা মারলে তিনজনই পড়ে যায়। তাদের আশঙ্কজনক অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে স্বরূপনগর থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলায় হাসপাতাল নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে জানায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এই তিনজনের মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না। তার উপরে গাড়ির গতিবেগ ছিল আশি থেকে নব্বই কিলোমিটার, ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে লাইট পোস্টে ধাক্কা মারে। যার কারণে এই তিন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর খ বর পেতেই আটুরিয়া দাসপাড়ায় গ্রামের শোকের ছায়া নেমে পড়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

## বিজেপি নেতাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মৃত বিজেপি নেতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে নদিয়ার রানাঘাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো নদিয়ার শান্তিপুর থানার বড় জিয়াকুর আরপাড়ায়। সূত্রের খবর, শান্তিপুর থানার আরবান্দি ২ পঞ্চায়েতের বড় জিয়াকুর আরপাড়ায় বুধবার রাতে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা বের হয়। অভিযোগ সেই সময় একটি বারোয়ারী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আরবান্দি দুই এর ১৭ নম্বর বুথের বিজেপির সহ সভাপতি অধীর সরকার, বয়স আনুমানিক ৬০ বছর। অভিযোগ, শোভাযাত্রা চলাকালীনই ওই বিজেপি নেতার ওপর লাঠি বাঁশ দিয়ে হামলা চালায় কিছু দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ওই বিজেপি নেতার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে শান্তিপুরে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

## দশমীতে শুরু হয় রায়গঞ্জ খাদিমপুরের বালাইচণ্ডী রূপী মা দুর্গার পুজো

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ:** দশমীতে একদিকে যখন সারা বাংলা জুড়ে দশভূজার বিদায়ে বিষাদের ছায়া ঠিক উলটো চিত্র ধরা পড়ে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ শহর থেকে কিছুটাদুরেই খাদিমপুর গ্রামে। দশমীতেই শুরু এখানকার দুর্গাপুজা। পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন খাদিমপুর গ্রামের আট থেকে আশি সকলেই। পুজোর চারদিন বসে মেলাও।

উল্লেখ্য, রায়গঞ্জ থানার ১৩ নম্বর কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাদিমপুর গ্রাম নতুন করে মেতে উঠেছে শারদীয়া পুজোর আনন্দে। তবে এখানে দেবী দুর্গাকে 'বালাইচণ্ডী' রূপে পুজো করা হয়ে থাকে। এখানে দেবী দশভূজার বদলে চতুর্ভুজা। চার হাতেই দেবীর অস্ত্র থাকলেও এখানে দেবীর পদতলে নেই মহিষাসুর। তবে অন্যান্য দুর্গা মণ্ডপের মতো এখানেও দেবী কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী নিয়ে রয়েছেন সপরিবারেই। খাদিমপুরের বাসিন্দা তথা পুজো কমিটির কর্মকর্তা নির্মল বর্মন জানিয়েছেন, কত বছরের পুরনো এই পুজো তা কেউই বলতে পারে না। আনুমানিক পাঁচশো বছর ধরে এই একই নিয়মে দশমীর দিনেই শুরু হয় এখান বালাইচণ্ডী রূপী দেবী দুর্গার পুজা। দশমীর রাতে শুরু হওয়া পুজো



চলবে তিনদিন। পুজোর পাশাপাশি পুজোকে ঘিরে বসে মেলা। আর এই বালাইচণ্ডী রূপী দুর্গাপুজোই খাদিমপুর গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে আসল পুজো। এই পুজোকে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন বাসিন্দারা। পুরনো রীতি মেনে আজও খাদিমপুরের এই দুর্গাপুজোয় চলে আসছে বলি প্রথা। এখানকার বালাইচণ্ডী রূপী দেবী দুর্গা খুবই জাগ্রত মেনে বহু দূর দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসেন খাদিমপুরে। শারদীয়া উৎসব যেখানে শেষ হয়ে বিষাদের সুর বেজে উঠেছে আর তখনই রায়গঞ্জ শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে খাদিমপুর গ্রামে আগমনীর আগমনে আনন্দে মেতে উঠেছে।

## ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** হুগলির গোঘাটের নগড়া কৃত্তিবাসপুর এলাকায় ঝুলন্ত পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। সপ্তমীর দিন থেকে নিখোঁজ ছিলেন সঞ্জয় সাঁতরা। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোন হদিস পাওয়া যায়নি তার। অবশেষে ৫ দিন পর ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ মিলল তার। গোঘাটের পশ্চিমপাড়া এলাকায় শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন সঞ্জয় সাঁতরা। স্থানীয়রা বলছেন, পারিবারিক অশান্তির কারণে, পশ্চিমপাড়া এলাকা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সঞ্জয়। ৩০ বছরের সঞ্জয় তার বউ এবং দুই ছেলের সঙ্গে অশান্তি করে এবং ছেলে, বউকে মারধর করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর আর পাঁচ দিন তার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। অবশেষে কৃত্তিবাসপুর এলাকায় তার বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় ঝুলন্ত অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। প্রতিবেশীরা আরো জানিয়েছেন একটি জঙ্গল এলাকা থাকে দুর্গন্ধ আসছিল গত কয়েকদিন ধরে। তারা সেই দুর্গন্ধের হদিশ পায়নি। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে সেই গন্ধের হদিশ করতে গিয়ে মেলে সঞ্জয়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ। তাকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এই ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।


**বৈঙ্ক অঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI**
*Relationship beyond banking*

বর্ধমান আঞ্চলিক দপ্তর
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২

**সংশোধনী**

গত ১৭.১০.২০২৩ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত সারফেইসি এক্ট,২০০২ এর ১৩(২) সেকশন অধীন বিজ্ঞাপনে ক্র. নং. ২ -তে ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতার নাম 'শ্রী অপূর্ব কুমার সিংহ এবং সঞ্চিতা সিংহ' -এর পরিবর্তে **"শ্রী অপূর্ব কুমার সিনহা এবং সঞ্চিতা সিংহ"** পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।



**সম্পদ বিক্রির নিমিত্ত নোটিশ**
**জেপিএম এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**(CIN : U17120WB2009PTC137865)**
**২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয়**

জেপিএম এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রির জন্য ই-নিলামে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :

| | |
|---|---|
| নিলামের তারিখ এবং সময় | ২৭ নভেম্বর ২০২৩ (বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত) |
| ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : | ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোর পূর্বে |
| পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : | ২৮ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) |
| ইওআই এবং অন্যান্য নথি দাখিলের তারিখ | ১৪ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ৯ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত |

| | সম্পদ এবং স্থান | ব্লক নং | সংরক্ষিত মূল্য (টা.) | বায়না জমা দাখিল (টা.) |
|---|---|---|---|---|
| ১. | স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বিক্রয় (ঠিকানা : রিজেন্ট গার্মেন্টস অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) | এ | ২৭,১৮,৪৮৯ | ২,৭১,৮৪৯ |

বিক্রয় এবং ই-নিলামের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ইমেল পাঠান : jpmexports.cirp@gmail.com তে।
**অনুগ্রহ করে অবগত হোন : লিকুইডেশন মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ, লিকুইডেটর মহামান্য এনসিএলটি সমীপে লিকুইডেশনের মেয়াদ সম্প্রসারণের জন্য আবেদন দাখিল করেছেন কিন্তু তার জবাব এখনও পাননি।**

স্বা/-
**অভিষেক গুপ্তা, লিকুইডেটর**
**জেপিএম এক্সপোর্টস প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০৩/আইপি-এন০০১৩৫/২০১৭-২০১৮/১১৪৯৯
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
তারিখ : ২৭.১০.২০২৩ রেজি. ইমেল : avishek@optimusresolution.net
স্থান : কলকাতা যোগাযোগের ইমেল : jpmexports.cirp@gmail.com



**বৈঙ্ক অঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI**
*Relationship beyond Banking*

**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
বালি বাজার ব্রাঞ্চ
জোনাল অফিস : হাওড়া, "ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং", ৫, বি.টি.এম. সরণি (৫ম তল), কলকাতা - ৭০০ ০০১

**রেফা নং : BLB/RSD/2023-24/** **তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩**
**হইতে,**
**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া :**
**বালি বাজার ব্রাঞ্চ :**
পো. এবং থানা - বালি, ২১৫, ২১৭, ২১৮ গোস্বামী পাড়া রোড, বালি বাজার - ৭১১২০১
**প্রতি :**
**শ্রী সীপনা গণেশ**
পিতা এ. আপলাসুরি
ফ্ল্যাট নং ০২, ৩য় তল, (জি-৪ তলা বিল্ডিং) অ্যাপার্টমেন্ট : স্নেহ নীর,
থানা - নিশ্চিন্দা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১১১০১
**মহাশয়,**

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ**

আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক **বালি বাজার শাখা** কর্তৃক ঋণসুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে :
**স্টার হোম লোন (৪২৮১৭৫১১০০০০১২২) - ১০০০০০০ টাকা**
আমরা প্রদত্ত ঋণসুবিধাদি, সময়ে সময়ে এবং বকেয়া পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট তারিখের নোটিশ অনুযায়ী প্রকাশিত নিম্নমতে :-

| প্রাপ্ত সুবিধাদি | গৃহীত ঋণ পরিমাণ | বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|
| স্টার হোম লোন (৪২৮১৭৫১১০০০০১২২) | ১০০০০০০ টাকা | **৭,৬২,৫৯৪.০৪ টাকা (২৩.০৮.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া)** ২৯.০৭.২০২৩ থেকে ৯.৯০ শতাংশ বার্ষিক হারে অধার্য পরবর্তী সুদ মাস অন্তর এবং সমুদয় অর্থাঙ্কের উপর ২.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে জরিমানা সুদ |

ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণ সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয় নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন অধীনে :

| জামিনের ধরন |
|---|
| **প্রাথমিক জামিন** - সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট শ্রী সীপনা গণেশ (ফ্ল্যাট নং ২) ৩য়তলে (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), জি-৪ (পাঁচ) তলা 'স্নেহ নীর' নামে ভবন পরিমাণ এরিয়া ৮০২ বর্গ ফুট, পশ্চিম ঘোষপাড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- নিশ্চিন্দা, জেলা - হাওড়া, মৌজা -বালি, খতিয়ান নং ৪১৭৪, জেএল নং ১৪ আরএস দাগ নং ৭৫৬১, শ্রী সীপনা গণেশ এর নামে উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৮৮৬১/১৩ তারিখ ০৪.১২.২০১৩ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ অফিসে। |

২. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ২৯.০৭.২০২৩** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।

৩. উক্ত কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের উদ্দেশে নোটিশ প্রেরণের বাধ্যবাধকতার দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **৭,৬২,৫৯৪.০৪ টাকা (২৩.০৮.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) এবং ২৯.০৭.২০২৩ থেকে অধার্য পরবর্তী সুদ ৯.৯০ শতাংশ বার্ষিক হারে মাস অন্তর এবং ২.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে জরিমানা সুদ পুঞ্জীভূত অর্থাঙ্কের উপর মাস অন্তর হিসেবে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে,** অন্যথায় ব্যর্থ হলে অনুগ্রহ করে অবগত হোন আমরা আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, শুল্ক এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে আদায়ে বাধ্য হব।

৪. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ, সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৫. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৬. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/ আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৭. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।

৮. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

৯. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে জানানো হচ্ছে।

**স্থান : বালি বাজার** **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
**তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩** **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**



**VIVEKANANDA RAMAKRISHNA MISSION B.Ed. COLLEGE**
**PIRPUR : HOWRAH**
*Recognised by NCTE Affiliated to BSEAU.*

**Situation Vacant**

Application are invited from deserving candidates for B.Ed. Course as per NCTE Norms for post of Principal (01), Physical Education (01), Fine Arts (01), Physical Science (01). Apply with C.V. and scan copy of all Mark Sheets, Passport Photo & Aadhaar Card through Email:- **vrkm.pirpur@gmail.com** within 7(Seven) days. Contact for more details:- 9434119041.
**President**



**RAMAKRISHNA VEDANTA MISSION TEACHERS' ACADEMY**
**CHANDIPUR : PIRPUR : HOWRAH**
*Recognised by NCTE Affiliated to BSEAU.*

**Situation Vacant**

Application are invited from deserving candidate for B.Ed. Course as per NCTE Norms for post of Principal (01), Political Science (01), Physical Education (01), Fine Arts (01), Physical Science(01). Apply with C.V. and scan copy of all Mark Sheets, Passport Photo & Aadhaar Card through Email:- **rvmta.chandipur@gmail.com** within 7(Seven) days. Contact for more details:- 9434119041.
**President**



**নিলামের বিজ্ঞপ্তি**
**Achiievers Finance India (P) Ltd**
CIN-U51909WB1996PTC082118
32/A D.H Road, Sakherbazar Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W:www.achiieversfinance.com

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 17/11/2023 তারিখে সকাল 11.30টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান - হেড অফিস - দ্বিতীয় তল 32/এ ডি.এইচ রোড, সখের বাজার, কোল-08। নিলামে অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং জি.এস.টি সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য 100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের এনইএফটি বা আরটিজিএস এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে।

**ঠাকুরপুকুর** ঃ 6396, 6413, 6415, 6417, 6422, 6432, 6446, 6448, 6451, 6452, 6453, 6454, 6459, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6470, 6471, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6483, 6487, 6489, 6490, 6495, 6501, 6518. **কাকদ্বীপ** ঃ 21075, 21084, 21110, 21111, 21115, 21243, 21261, 21287, 21356, 21444. **বারুইপুর** ঃ 3594, 3612, 3613, 3654, 3736, 3737, 3739. **ক্যানিং** ঃ 5231, 5249, 5351, 5398, 5399. **ফুলিয়া** ঃ 2866, 2899, 2937, 2967, 2974, 2986, 3023, 3025, 3059, 3064, 3083, 3086, 3090, 3092, 3094. **ডায়মন্ডহারবার** ঃ 3897,4034, 4039, 4044, 4048, 4050, 4051, 4120, 4145. **যাদবপুর** ঃ 441, 446, 449, 457, 460, 467, 490, 509. **বারাসাত** ঃ 143, 167.

**বিঃদ্রঃ** যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 24/11/2023 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (or www.achiieversfinance.com / www.achiieversquickgoldloan.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ 27/10/2023



**SBI** **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেল আইডি - sanghamitra.gupta@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৮.১১.২০২৩** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.১১.২০২৩**
**সময় - ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে**
**প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'**

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা | ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি) | বকেয়া পরিমাণ | ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ঋণগ্রহীতা : নারায়ণী শ্রী ক্রিয়েশনস, স্বত্বা. : শ্রী ধীরাজ জালান,** ১৪/২১/৪, সনাতন মিস্ত্রি লেন,ওড়িয়াপাড়া, সালকিয়া, হাওড়া- ৭১১১০৬। **শ্রীমতি কুসুম জালান,** স্বামী শ্রী অজয় জালান, ভবনের নাম 'শ্রীনিবাস', ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪৫, ১০০, জি টি রোড, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১১০৬। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট ফ্ল্যাট নং ৪৫, পঞ্চমতলে, ভবনের নাম - 'শ্রী নিবাস', পরিমাণ আনুমানিক ৭৮৫ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত হাওড়া পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ১০০, জি টি রোড (উ), থানা-গোলাবাড়ি, জেলা হওড়া, হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৫ অধীন, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪৮৪৫ তারিখ ০৯.১০.২০০১ অনুযায়ী শ্রীমতি কুসুম জালানের নামে সমুদয় সম্পত্তি। | সম্পত্তি ক) ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৫০,০০০.০০ টাকা | ৭১,১৬,৩৭৫.৩২ টাকা (একাত্তর লাখ ষোলো হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) ০৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১৫২৩ | ক) নেই খ) প্রতীকী দখলীকৃত |

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২০,০০০.০০ টাকা
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২২.১১.২০২৩
সময় - দুপুর ১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।
আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ২৭.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া



**AGI GREENPAC** **SOMANY IMPRESA GROUP**

**Highest Ever Q2 EBITDA 59%YoY ↑** **Highest Ever Q2 PBT 59%YoY ↑**



**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2023**

(₹ in Crore)

| Sr. No. | Particulars | 3 months ended 30 September 2023 | Corresponding 3 months ended 30 September 2022 | Year to date figures for Current period ended 30 September 2023 | Year to date figures for Corresponding period ended 30 September 2022 | Year ended 31 March 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) |
| 1 | Total income from operations | 615.28 | 512.31 | 1,173.75 | 1,033.86 | 2,281.48 |
| 2 | Net profit from ordinary activities before tax | 74.45 | 46.96 | 159.77 | 102.08 | 304.04 |
| 3 | Net profit from ordinary activities after tax | 56.14 | 33.96 | 119.63 | 99.76 | 248.68 |
| 4 | Net profit for the period after tax (after exceptional /extraordinary items) | 56.14 | 33.96 | 119.63 | 99.74 | 261.63 |
| 5 | Other comprehensive income/ (expenditure) (net of tax) | (0.01) | 0.32 | (0.02) | 0.64 | (13.22) |
| 6 | Total comprehensive income | 56.13 | 34.28 | 119.61 | 100.38 | 248.41 |
| 7 | Equity share capital | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| 8 | Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstruction reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year | - | - | - | - | 1,344.56 |
| 9 | Earning per share (before extraordinary items) (Continuing Operations) (of ₹ 2/- each) (not annualized) | | | | | |
| | (a) Basic (₹) | 8.68 | 5.25 | 18.49 | 15.42 | 38.45 |
| | (b) Diluted (₹) | 8.68 | 5.25 | 18.49 | 15.42 | 38.45 |
| 10 | Earning per share (after extraordinary items) (Discontinued Operations) (of ₹ 2/- each) (not annualized) | | | | | |
| | (a) Basic (₹) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| | (b) Diluted (₹) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |

**Notes:**
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the above results and its release at their respective meetings held on 26 October 2023.
(2) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended 30 September 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended 30 September 2023 is available on the websites of ther Stock Exchange (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.agigreenpac.com".

**Place : Gurugram** **Sandip Somany**
**Date : 26 October 2023** **Chairman and Managing Director**

Our Brands | AGI glaspac | AGI PLASTEK | AGI CLOZURES

**AGI GREENPAC LIMITED (FORMERLY KNOWN AS HSIL LIMITED)**
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel: 033-22487407/5668
Website: www.agigreenpac.com | Email: hsilinvestors@hsilgroup.com | CIN : L51433WB1960PLC024539

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

| ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বারাসত জোনাল অফিস অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট | ৩য় তল, ডিডি-২ সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪ | দাবি নোটিশ |
|---|---|---|

পরিশিষ্ট -এ

(ঋণগ্রহীতা(গণের) প্রতি যারা সম্পদ/সম্পত্তি জামিন রেখেছেন,সংশ্লিষ্ট নোটিশের একটি কপি যে সকল জামিনদাতা(গণ) তাদের সম্পদ/ সম্পত্তি জামিন রাখেননি তাদেরও পাঠানো হয়েছে)

ক্যুরিয়ার/ রেডিস্টার্ড পোস্ট এ/ডি মাধ্যমে

হইতে :

**ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**

**নাগেরবাজার শাখা**

প্রতি

**শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা)**

ফ্ল্যাট নং -এল২, ৩য় তল, ২০/১/এ, অক্ষয় কুমার মুখার্জি রোড, বরাহনগর পুরসভা, থানা- বরাহনগর, কলকাতা- ৭০০০৯০

এবং

৩, দুর্গাবাড়ি রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০২৮

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ**

১. আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিভিন্ন ঋণসুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **৫,৬২,৩৫৩ টাকা।** আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশে তারিখ :-

| | সুবিধার প্রকৃতি | মঞ্জুরিকৃত সীমা | বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ক | হোম লোন (এ/সি নং - ৪২৪৪৭৫১০০৫০১১০৮) | ৫,৬২,৩৫৩ টাকা | **৬,৩৬,৩৬৬.১৫ টাকা** (এনপিএ তারিখ ০২.০৭.২০০৯ অনুযায়ী) অধার্য সুদ এবং প্রযোজ্য শুল্ক সহ |

২. ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণ সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয়েছিল নিম্নোক্ত সম্পদ/ জামিন (ব্যাঙ্কের নিকট সম্পত্তি/সম্পদ দায়বদ্ধ বিশেষভাবে) :-
**ক.** ফ্ল্যাট নং এল২, ৩য় তল, ২০/১/এ, বরানগর, অক্ষয় কুমার মুখার্জি রোড, বরানগর মিউনিসিপ্যালিটি, থানা - বরানগর, কলকাতা - ৭০০০৯০ ঠিকানায় অবস্থিত সম পরিমাণ সম্পত্তি বন্ধকদত্ত।

৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ০২.০৭.২০০৯** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।

৪. সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কারণে আমরা আপনাদের নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ দায় ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **৬,৩৬,৩৬৬.১৫ (এনপিএ তারিখ ০২.০৭.২০০৯ অনুযায়ী) এবং অধার্য সুদ এবং প্রযোজ্য সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃত, এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে** সমুদয় বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অবসিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি,এবং ব্যয়ে এবং যাবতীয় অন্যান্য অবস্থা প্রেক্ষিতে উক্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে বকেয়া আদায়ে উদ্যোগী হবে।

৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ,সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ১০.১০.২৩**
**স্বা/- অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
**সিসি : শ্রীমতি মালা ভট্টাচার্য (জামিনদাতা)**
৩, দুর্গাবাড়ি রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০২৮

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

| ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বারাসত জোনাল অফিস অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট | ৩য় তল, ডিডি-২ সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪ | দাবি নোটিশ |
|---|---|---|

পরিশিষ্ট -এ

(ঋণগ্রহীতা(গণের) প্রতি যারা সম্পদ/সম্পত্তি জামিন রেখেছেন,সংশ্লিষ্ট নোটিশের একটি কপি যে সকল জামিনদাতা(গণ) তাদের সম্পদ/ সম্পত্তি জামিন রাখেননি তাদেরও পাঠানো হয়েছে)

ক্যুরিয়ার/ রেডিস্টার্ড পোস্ট এ/ডি মাধ্যমে

হইতে :

**ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**

**নাগেরবাজার শাখা**

প্রতি

**মহ. কামরুজ জামান (ঋণগ্রহীতা)**

**শ্রীমতি ইন্দিরা জামান (সহ-ঋণগ্রহীতা)**

৩এফ, রানী দেবেন্দ্র বালা রোড, ফ্ল্যাট নং জি-বি, ১ম তল, পো. এবং থানা - চিতপুর, কলকাতা - ৭০০০০২

এবং

৯৪, রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, ক্লাইভ হাউস, কলকাতা - ৭০০০২৮

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ**

১. আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিভিন্ন ঋণসুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **৬,৫০,০০০ টাকা।** আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশে তারিখ :-

| | সুবিধার প্রকৃতি | মঞ্জুরিকৃত সীমা | বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ক | হোম লোন (এ/সি নং - ৪২৪৪৭৫১০০৫০১০৮৯) | ৬,৫০,০০০ টাকা | **৬,৮১,৪১৭.৬৯ টাকা** (এনপিএ তারিখ ০৩.০৩.২০০৯ অনুযায়ী) অধার্য সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ |

২. ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণ সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয়েছিল নিম্নোক্ত সম্পদ/ জামিন (ব্যাঙ্কের নিকট সম্পত্তি/সম্পদ বিশেষভাবে দায়বদ্ধতা অধীনে) :-

ক. ৩এফ, রানী দেবেন্দ্র বালা রোড, ফ্ল্যাট নং জি-বি, ১ম তল, পো. এবং থানা - চিতপুর, কলকাতা - ৭০০০০২ সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি।

৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ০৩.০৩.২০০৯** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।

৪. সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কারণে আপনাদের নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ দায় ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **৬,৮১,৪১৭.৬৯ টাকা (এনপিএ তারিখ ০৩.০৩.২০০৯ অনুযায়ী) এবং অধার্য সুদ এবং প্রযোজ্য সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃত, এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে** সমুদয় বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, এবং ব্যয়ে এবং যাবতীয় অন্যান্য অবস্থা প্রেক্ষিতে উক্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে বকেয়া আদায়ে উদ্যোগী হবে।

৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ,সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ১০.১০.২৩**
**স্বা/- অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
**সিসি : শ্রী শৈবাল ঘোষ (জামিনদাতা)**
পি-১৭১, সি.আই.টি. রোড, স্কিম - VI/M, কলকাতা - ৭০০০৫৪

IDBI BANK

**আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট**
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৭৬৬/৭৫৫
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

**[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

| ক্রম নং | ক) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতার নাম | ১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|---|
| ১. | ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী জিতিন্দর সিং সারিন** সহ-ঋণগ্রহীতা : **শ্রীমতি জগদীপ কাউর সারিন** | **১. ১০.০১.২০২২ ২. ২৫.১০.২০২৩ ৩.৭২,১০,২৪১.০৩ টাকা (বাহাত্তর লাখ দশ হাজার দুশো একচল্লিশ টাকা তিন পয়সা) টাকা ১০.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** | বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল /বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-০৬৯৭৭/২০১১ তারিখ ০৫.০৯.২০১১ স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নিম্নোক্ত অংশ এ এবং বি অনুযায়ী : **অংশ এ (উক্ত প্লট) :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট (প্লট নং ৩৪) জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩.৫৩২ কাঠা অবস্থিত 'বুলেভার্ড কোস্টা ব্লাঙ্কা' নামে অভ্যন্তরীণ সড়কের উপর 'আইডিয়াল ভিলাস' নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬২৮.৭১ কাঠা, আরএস দাগ নং ৩২১/৬১৫ নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ৯০৪ (পূর্বতন খতিয়ান নং ২৮৩/২, ৪৬৫/৩, ৫২৮/৩ এবং ৫২৮/৪)মৌজা- কোচপুকুর,জেএল নং ২, তৌজি নং ১০, থানা- কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) বামনঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত থাকদাড়িরোড অধীন, বামনঘাটা লোদার কমপ্লেক্স, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৫৬। **উক্ত প্লট ৩৪ এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ** : উত্তরে : প্রকল্পের সীমা পাঁচিল, পূর্বে : প্লট নং ৩৩, দক্ষিণে : বুলেভার্ড কোস্টা ব্লাঙ্কা অভ্যন্তরীণ সড়ক, পশ্চিমে : প্লট নং ৩৫ সমন্বিত। **অংশ -বি (উক্ত ভিলা) :** এক বসবাসের দ্বিতল ভবন (বেসমেন্টে কার পার্কিং এবং অন্যান্য ব্যবহারের জন্য সহ) লিওন টাইপ -ভিলা নং ৩৪, 'আইডিয়াল ভিলা', সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৪৮৩ বর্গফুট কমবেশি উক্ত প্লটে (প্লট নং ৩৪), প্রকল্পের মধ্যে সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবা সমন্বিত। |

**তারিখ : ২৬.১০.২০২৩**
**স্থান : কোচপুকুর, কলকাতা - ৭০০১৫৬**
**অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

# লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পে নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও ঢুকছে না টাকা, উঠছে দুর্নীতির অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পেই নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে না টাকা। সেই প্রকল্পের ৫০০ টাকা নাকি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে না ঢুকে অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ। আর এমন ঘটনাকে ঘিরেই চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের অর্জুনা গ্রামের শতাধিক মহিলাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি ব্যাংকের শাখা সিএসপিতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পের নাম থাকার পরও নিজেদের অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢুকে অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। আর এই ঘটনার পিছনে সংশ্লিষ্ট ব্লকেরই একাংশ কর্মীরা দুর্নীতি করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষোভকারী মহিলারা। পুরো বিষয়টি তারা চাঁচল মহকুমা শাসকের নজরে আনার দাবিও জানিয়েছেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অর্জুনা গ্রামের মহিলাদের অভিযোগ, তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করেছিলেন। চালুও হয়েছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কিন্তু টাকা



ঢুকছে না অ্যাকাউন্টে। তালিকায় নাম রয়েছে উপভোক্তাদের কিন্তু অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়া রয়েছে অন্য। আর সেই অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে লক্ষ্মীদের নাম এবং ডকুমেন্ট ব্যবহার করে মাসের ৫০০ টাকা জালিয়াতি করছে অন্য কেউ। এর আগেও দেখা গেছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা প্রকৃত উপভোক্তারা পান না। তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে এই ধরনের অভিযোগ এবার প্রথম সামনে এল। তবে কারা এই দুর্নীতি চক্রের সঙ্গে জড়িত, কি ভাবেই বা হচ্ছে এই দুর্নীতি, প্রশাসনের কেউ কি যুক্ত রয়েছে, উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

এদিকে এই অভিযোগ সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের আমলে প্রশাসন বলে আর আলাদা কিছু নেই। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি কোন সমস্যা থাকলে সেটা প্রশাসন খতিয়ে দেখবে। এখানে রাজনীতি বা দুর্নীতির কোন প্রশ্ন নেই।

সাবিনা বিবি নামের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের এক উপভোক্তা বলেন, আমি চেক করে দেখছি আমার নামে টাকা আসছে। কিন্তু সেই টাকা ঢুকে যাচ্ছে অন্য জনের অ্যাকাউন্টে। কিন্তু এই ভুলটা কিভাবে সম্ভব? প্রশাসনের যারা কাজ করছে তারা এটা দেখতে পেল না। আমরা চাইছি এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হোক।

স্থানীয় এক সিএসপির মালিক নিখাত ইয়াসমিন জানিয়েছেন, আমাদের সিএসপিতে অনেকেই টাকা লেনদেন করতে আসে। এলাকার বহু মহিলা এই অভিযোগ করছেন। আগে তো লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের স্ট্যাটাস চেক করা যেত না। এক মাস ধরে চেক করা যাচ্ছে। তারপরেই সামনে এসেছে এই তথ্য।

হরিশ্চন্দ্রপুরের বিজেপি নেতা কিষান কেডিয়ার অভিযোগ, লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পের প্রকৃত উপভোক্তাদের টাকা কিভাবে অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে এটা প্রশাসনের দেখা উচিত।

# সোনামুখী চ্যাম্পিয়ন লিগের উদ্বোধন হল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** গ্রাম বাংলার প্রতিভাদের তুলে ধরতে সোনামুখী পুরশহরে সোনামুখী চ্যাম্পিয়ন লিগের উদ্বোধন হল। গ্রাম বাংলার প্রতিভাদের তুলে ধরতে এবং বর্তমান যুব সমাজকে আরো বেশি মাঠমুখী করতে সোনামুখী পুরশহরে 'সোনামুখী চ্যাম্পিয়ন লিগের' উদ্বোধন হল। বজরং ইলেভেন ক্রিকেট দলের উদ্যোগে এই চ্যাম্পিয়ন লিগের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামী এবং সোনামুখী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় ফিতে কেটে সোনামুখী চ্যাম্পিয়ন লিগের উদ্বোধন করেন। এই লিগে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট বারোটি ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করেছে। এদিনের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন ইলেভেন ব্রাদার্স মেজিয়া এবং বিসিসি মালিয়ারা ক্রিকেট দল। বর্তমান প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটে বেশি ব্যস্ত থাকে তাই খেলার মাঠে কমছে যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যা। আগামীদিনে গ্রামবাংলার মাঠ ভরিয়ে তুলতে গ্রাম বাংলার প্রতিভাদের তুলে ধরতে সোনামুখী চ্যাম্পিয়ন লিগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এমনটাই মনে করছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। সোনামুখীর খেলাধুলাকে সার্বিকভাবে আগামী দিনে আরও বেশি উন্নতির বিষয়ে আশ্বাস দেন সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, গ্রামবাংলায় প্রচুর প্রতিভা আছে এবং খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমার তরফে আমি সব রকম চেষ্টা করব । সোনামুখী চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেক্রেটারি আশিস ঘোষ জানান, বর্তমান যুবক সম্প্রদায় মাঠে আসুক এবং তারা খেলা দেখুক ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করুক। গ্রাম বাংলার প্রতিভাদের তুলে ধরতে এই ধরনের লিগ আগামী দিনেও পরিচালনা করা হবে বলে জানান তিনি।

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

**বর্ধমান জোনাল অফিস**
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধান নগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২
ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩, ইমেল - bardhaman.assetrecovery@bankofindia.co.in

**২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের মূল এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ ইস্যু এবং প্রেরিত হয়েছিল কিন্তু নোটিশগুলি অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি মারফত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে অবগত করা হচ্ছে।

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা | জামিনদত্ত/সম্পত্তির বিস্তারিত | নোটিশের তারিখ / এনপিএ-র তারিখ | ১. অনুমোদিত সীমা ২. বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **শ্রী মনোজ পান্ডে** **ঠিকানা :** নলহাটি কলেজ মোড়ের নিকট, পো. এবং থানা - নলহাটি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২২০, পশ্চিমবঙ্গ শাখার নাম : **রামপুরহাট শাখা** | সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত **শ্রী মনোজ পান্ডে,** পিতা রাজেন্দ্র প্রসাদ পান্ডে এর নামে , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, জেলা -বীরভূম, থানা- নলহাটি, মৌজা- করিমপুর, জেএল নং ৫২, নলহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, প্রেমিসেস /হোল্ডিং নং ২৭৪,খতিয়ান নং ৫৫৬ এবং ৬৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৭, প্লট নং ৩৫৪, মোট পরিমাণ এরিয়া ২.৩৩ ডেসিমেল অর্থাৎ ১০১৪.৯৪৮ বর্গফুট (আনুমানিক) এবং দ্বিতল ভবন, **চৌহদ্দি :** উত্তরে:সুনীল মাসকারার খালি জমি, দক্ষিণে : শ্রী সন্তোষ পান্ডের খালি জমি, পূর্বে : স্নেহলতা বেমব্রম এর সম্পত্তি , পশ্চিমে : গোপাল শেখ এর সম্পত্তি সমন্বিত। | ১১.০৭.২০২৩ / ১৬.০৬.২০২৩ | ১. **এলএপি-১ : ৪,০০,০০০.০০ টাকা এলএপি-২ : ৪,২৫,০০০.০০ টাকা এফআইটিএল : ৫০,০০০.০০ টাকা** ২. **৮,৬০,৬৭৬.৮৯ টাকা** (আট লাখ ষাট হাজার ছশো ছিয়াত্তর টাকা এবং উননব্বই পয়সা) (চুক্তি মোতাবেক নোটিশের তারিখ থেকে বকেয়া) পরবর্তী সুদ বার্ষিক ১১.৩৫ শতাংশ হারে মাস অন্তর কম্পাউন্ড এবং অন্যান্য শুল্ক, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ। |

নোটিশ প্রেরণের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণকে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ৬০ দিন অতিক্রান্তে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারারা উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে।

**তারিখ: ২৭.১০.২০২৩**
**স্থান: রামপুরহাট**
**অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

**বর্ধমান জোনাল অফিস**
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

**দখল নোটিশ**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম)** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

| ক্রম নং | ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম | স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত | ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১ | **ক) চিত্তরঞ্জন ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি মিঠু মন্ডল এবং শ্রী শ্যামল মন্ডল** | ১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা-বেনাগড়িয়া, জেএল নং ৩৭, আরএস প্লট নং ৬৬/২৯৭ এবং ১১৪, এলআর প্লট নং -২৫৭, এলআর খতিয়ান নং - ১২৮৬, এরিয়া ৬ ডেসিমেল,শ্রী শ্যামল মন্ডল এর নামে, থানা-সালানপুর, জেলা -পশ্চিম বর্ধমান, রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **(স্বত্ব দলিল নং - ১-০২২৪০১০৮৬-২০১৮ সালের তারিখ ২৭.০৩.২০১৮) চৌহদ্দি :** উত্তরে : এলআর প্লট নং -২৫৭, দক্ষিণে: শ্রীমতি মিঠু মন্ডলের সম্পত্তি, পূর্বে : শ্রী শ্যামল মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে: ১২ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত। ২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- বেনাগড়িয়া, জেএল নং -৩৭, আরএস প্লট নং- ৬৬/২৯৭ এবং ১১৪, এলআর প্লট নং -২৫৬, এলআর খতিয়ান নং -১০৮১ এবং ১০৮২ ,এরিয়া ৫ কাঠা **(দলিল নং ১-০২২৪০০৯৭৯) শ্রীমতি মিঠু মন্ডল এর নামে,** থানা-সালানপুর,জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, রূপনারায়ণ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : উত্তম কুমার মাজির সম্পত্তি, দক্ষিণে: ৭ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক, পূর্বে : শ্যামল মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে :১২ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক সমন্বিত। | **ক) ২০.১০.২০২৩ খ) ২৩.০৬.২০২১ গ) ৪২,৭৯,৪৭০.৪২ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ উনআশি হাজার চারশো সত্তর টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ |
| ২ | **ক) চিত্তরঞ্জন ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুদীপ ঘোষ** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৫০২ , সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৮৫ বর্গফুট এবং একটি চারচাকা গাড়ির পার্কিং স্পেস পরিমাণ ৭০ বর্গফুট একতলায় ' জেবি রেসিডেন্সি-২'/ জেএল নং ৬, আরএস প্লট নং ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮১৮, এবং ৮১৯,আরএস খতিয়ান নং ৪২, এলআর প্লট নং ২২৪, ২৯২, এলআর খতিয়ান নং ৮৫, ৩৮, ৭৬৩, ৩১৯, সমুদয় জমির পরিমাণ ২০.২৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১২(বারো) কাঠা ৫ (পাঁচ) ছটাক, অরবিন্দ নগর, রোড নং ৪ এবং ৫,পো -হিন্দুস্থান কেবলস,রেজিস্ট্রিকৃত সাব-ডিস্ট্রিক্ট আসানসোল এবং জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, **স্বত্বদলিল নং ১-০২২৪-০১২২৩/২০২০ অনুযায়ী শ্রী সুদীপ ঘোষের নামে সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী সুবোধ দত্তর ভবন,দক্ষিণে: ৮ ফুট চওড়া সড়ক এবং পার্থ ব্যানার্জির ভবন, পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত। | **ক) ২০.১০.২০২৩ খ) ২৮.১০.২০২২ গ) ২০,৪২,৪৮২.৩৭ টাকা (কুড়ি লাখ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো বিরাশি টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ |

**তারিখ : ২০.১০.২০২৩**
**স্থান : চিত্তরঞ্জন**
**অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

# গৃহবধূকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগে চাঞ্চল্য খানাকুলে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** আবারও এক গৃহবধূকে হত্যা করার অভিযোগ। হুগলি জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত খ ুনিয়াচক গ্রামের মল্লিকপাড়া এলাকায় গৃহবধূকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম বেবি খাতুন, বয়স ২৯। জানা গেছে, চার বছর আগে সাইফুল মল্লিকের সঙ্গে বিয়ে হয় বেবি খ াতুনের। ছয় মাসের একটি কন্যা সন্তানও আছে তাদের। সাইফুল মল্লিকের বাবার নাম মুজিবর মল্লিক। এদিন বেবি খাতুনের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বাপের বাড়িতে খবর দেয় তাদের মেয়ে অসুস্থ হয়েছে। কিন্তু তার বাপের বাড়ির লোকজন এসে দেখেন মৃত অবস্থায় মেঝেতে পরে আছে তাদের মেয়ে। পরিবারের বাকি সকলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পরই বেবি খাতুনের বাপের বাড়ির লোকজনেরা খানাকুল থানার দ্বারস্থ হন এবং মেয়ের শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর ও স্বামীর বিরুদ্ধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ দায়ের করে দোষীদের কড়া শাস্তির দবি জানিয়েছেন। এই বিষয়ে মৃত গৃহবধূর একজন আত্মীয় বলেন, অসুস্থ বলে খবর দেওয়া হয়। আমরা গিয়ে দেখি পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন। এই জন্য খানাকুল থানার দ্বারস্থ হন বলে জানান। অপরদিকে মৃত গৃহবধূর আর একজন আত্মীয় বলেন, আমরা বুঝতে পারি ওকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। বাড়ির দালানে বডি ফেলে রেখে সবাই পালিয়ে যায়। প্রতিবেশীদের কাছে জানতে পারি অশান্তি হয়েছিল।

# প্রেরণা শারদ সম্মান বীরভূম জেলার সেরার সেরা সাঁইথিয়া অগ্রণী সমাজ

**নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি:** হিরো ইন্টারন্যাশনাল অটোমোবাইল সংবাদ সারাদিন প্রেরণা শারদ সম্মান অনুষ্ঠিত হল বীরভূমে। 'একদিন' পত্রিকার সহযোগিতায় বীরভূম জেলার সেরা ২২টি দুর্গাপুজোকে বিচারকরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। সিউড়ি মহকুমা বোলপুর এবং রামপুরহাট মহকুমা জুড়ে ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে চারজন বিচারক বিচার করেছেন। জেলার সেরা হয়েছেন রামপুরহাট নবীন ক্লাব এবং সেরার সেরা হয়েছে সাঁইথিয়া অগ্রণী সমাজ। পাশাপাশি মহাকুমা ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় জেলার সেরা মণ্ডপ হিসেবে যুগ্মভাবে মনোনীত হয়েছে কড়িধ্যা পশ্চিম সার্বজনীন এবং বীরভূম জেলা আরক্ষা আবাসন দুর্গোৎসব সমিতি, প্রতিমায় যুগ্মভাবে চৌরঙ্গী ক্লাব এবং আনন্দপুর সার্বজনীন, সেরা থিম ভাবনায় যুগ্মভাবে সিউড়ি ছয়ের পল্লি ক্লাব এবং দুবরাজপুর রঞ্জন বাজার উত্তরাঞ্চল ক্লাব, সেরা উদ্যোক্তা যুগ্মভাবে যাত্রিক ক্লাব এবং বক্কেশ্বর অফিসার ক্লাব, সেরা থিম মেকার যুগ্মভাবে দুবরাজপুর স্পোর্টস





অ্যাসোসিয়েশন এবং বক্কেশ্বর রিক্রেশন ক্লাব, সেরা পরিবেশ সাঁইথিয়া অরুণোদয়, সেরা আলোকসজ্জা জয়তু সুভাষ রামপুরহাট মহকুমায় সেরা থিম মল্লারপুর মেঘদূত ক্লাব, সেরা থিম মেকার মল্লারপুর সুহৃদ সংঘ এবং সেরা পরিবেশ মল্লারপুর অগ্রণী সংঘ। বোলপুর মহকুমায় সেরা উদ্যোক্তা ইলামবাজার সার্বজনীন, সেরা মণ্ডপ জামবুনি সার্বজনীন, সেরা পরিবেশ শুড়িপাড়া অগ্রগামী সংঘ এবং সেরা প্রতিমা শ্যামবাটি যুব সমিতি।

# দুর্ঘটনার কবলে পানাগড় সেনা ছাউনির একটি অ্যাম্বুল্যান্স

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** কলকাতা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পানাগড় সেনা ছাউনির একটি অ্যাম্বুল্যান্স। দুর্ঘটনাটি ঘটে জাতীয় সড়কের ওপর বর্ধমান পার করার পরেই হুগলির গুড়াপ থানার অন্তর্গত কংসারিপুরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে গাড়িতে থাকা পাঁচ জনকে উদ্ধার করে বর্ধমানের অনাময় হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ৫ জনের মধ্যে দু'জন গুরুতর আহত বলে জানা গিয়েছে। পানাগড় সেনা ছাউনি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা নাগাদ পানাগড় সেনা ছাউনি থেকে সেনাবাহিনীর একটি অ্যাম্বুল্যান্স ৩ জন রোগী ও দুই রোগীর পরিবারকে নিয়ে কলকাতার কমান্ড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। বর্ধমানের শিক্তিগড় পার হওয়ার পরই জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উল্টে যায়। গাড়িতে থাকা ৫ জনকে উদ্ধার করে বর্ধমান অনাময় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। খবর পাওয়ার পরই পানাগড় সেনা ছাউনি থেকে সেনা আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় অ্যাম্বুল্যান্সটি ক্রেনের সাহায্যে উদ্ধার করে পুলিশ।

# পুজো মিটতেই রাবণ কাটা নাচে মাতোয়ারা প্রাচীন মল্লগড় বিষ্ণুপুর

**সৈয়দ মফিজুল হোদা**

**বাঁকুড়া:** পুজো মিটলেও আপাতত উৎসবের রেশ কাটছে না প্রাচীন মল্লগড় বিষ্ণুপুরে। সুপ্রাচীন রীতি মেনে দশমী থেকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে শুরু হয়েছে রাবণকাটা নাচ। চলবে দ্বাদশী পর্যন্ত। সেই নাচেই আপাতত মাতোয়ারা গোটা মল্লগড়। রাবন কাটা নাচের পাশাপাশি দশমীর দিন বধ করা হয়েছে ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদকে, একাদশীতে বধ করা হয়েছে কুম্ভকর্ণকে আর দ্বাদশী অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাবণ বধের মাধ্যমেই শেষ হবে এই রাবন কাটা সুগ্রীব, জম্বুবান ও বিভিষণ সেজে কাড়া নাকাড়া সহ বিভিন্ন প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নাচ পরিবেশন করে বেড়ান বিষ্ণুপুরের রাজ পথে পথে। একসময় মল্ল রাজাদের উৎসাহে এই নৃত্য শিল্পীরা মল্ল রাজধানীর রাজপথে পথে নাচ দেখিয়ে মানুষকে বিনোদন জোগাতেন। খুশি হয়ে রাজা শিল্পীদের হাতে তুলে দিতেন মোহর ও অন্যান্য উপঢৌকন। সেই রাজারা এখন নেই। নেই তাঁদের রাজত্বও। কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিষ্ণুপুরে একদল শিল্পী টিকিয়ে রেখেছেন এই নাচ। এখ ন রাবণ কাটা নাচের শিল্পীরা বাড়ি



নাচ।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর প্রাচীন মল্ল রাজাদের রাজধানী। এই শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে হাজারো ইতিহাস আর গল্পকথা। যার সঙ্গে অঙ্গাআঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে ভিন্ন ধারার সংস্কৃতি। রাজ আমলে জন্ম হলেও সেই সংস্কৃতির ধারা আজও অব্যাহত বিষ্ণুপুরে। রাবণ কাটা নাচ তেমনই এক সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে দিব্যি টিকে রয়েছে বিষ্ণুপুরে। কথিত আছে, রামের হাতে রাবণ নিহত হওয়ার পর বানর সেনারা যে বীর রসের নাচে মেতে উঠেছিল তাকে স্মরণ করেই একসময় বিষ্ণুপুরের বুকে জন্ম নিয়েছিল রাবণ কাটা নাচ। এই নাচের বিশেষ বৈশিষ্ট হল চার জন নৃত্যশিল্পী হনুমান, বাড়ি ঘুরে মানুষকে বিনোদন দিয়ে বেড়ান। বিনিময়ে গৃহস্থের সদস্যরা যা তুলে দেন তাই সংগ্রহ করেন। দশমী থেকে দ্বাদশী এই তিনদিন দিনভর বিষ্ণুপুরের পাড়ায় পাড়ায় নাচ দেখ ানোর পর সন্ধ্যা হলেই শিল্পীরা হাজির হন শহরের একপ্রান্তে থাকা অস্থল নামের এক জায়গায়। সেখানে দশমীর দিন বধ করা হয় ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদকে। একাদশীতে কুম্ভকর্ণ বধ ও দ্বাদশীর সন্ধ্যায় রাবণ বধ করে শেষ হয় নাচ। শিল্পীদের দাবি, বহু কষ্টে এই শিল্পকে তাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন। বিনিময়ে যা মেলে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য। তারপরও শুধুমাত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে আজও তাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টেনে নিয়ে চলেছেন এই সংস্কৃতিকে।

# কর্নাটকের পর রাজস্থানে সক্রিয় ইডি, তলব গেহলট-পুত্রকে

**জয়পুর, ২৬ অক্টোবর:** আবার বিধানসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কর্নাটকের পরে এ বার রাজস্থানে। বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক গোবিন্দ সিং দোতাসরা এবং দলের প্রথম সারির নেতা ওমপ্রকাশ হুদলার ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থাটির আধিকারিকেরা। অন্যদিকে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের ছেলে তথা প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ বৈভব গেহলটকে।

ইডি সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, দু'টি পুরনো মামলার সূত্র ধরেই মরুরাজ্যে ইডির এই তৎপরতা। সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় বেআইনি আর্থিক লেনদেনের সন্ধান পেতেই গোবিন্দ এবং ওমপ্রকাশের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি হয়েছে। অন্যদিকে, বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (ফেমা) লঙ্ঘনের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে গেহলট-পুত্রকে। যদিও সব কিছু ছাপিয়ে সামনে চলে এসেছে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রশ্ন।

২০২০ সালে জয়পুরের দুই ব্যক্তি গেহলট-পুত্রের বিরুদ্ধে 'শিবনার হোল্ডিংস' নামে একটি মরিশাস-ভিত্তিক কোম্পানির মাধ্যমে বেআইনি ভাবে অর্থ পাচারের অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, ২০১১ সালে বৈভব ওই কোম্পানির মাধ্যমে বেনামে ট্রাইটন হোটেলের ২,৫০০ শেয়ার কিনেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি সাংসদ কিরোরিলাল মিনা ইডির কাছে গেহলট-পুত্রের বিরুদ্ধে তদন্তের আবেদন জানিয়েছিলেন। তিন বছর পরে বিধানসভা ভোটের মুখে সেই তদন্তে সক্রিয় হল ইডি।

অন্যদিকে, গত বছরের ডিসেম্বরে রাজস্থান পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-এর অন্তর্গত শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এই মামলায় আগে বাবুলাল কাটারা এবং অনিল কুমার মীনা নামে পিএসসির দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তের সেই সূত্র ধরেই গোবিন্দ এবং ওমপ্রকাশের জয়পুর, সিকার এবং মহুয়ার ঠিকানায় অভিযান চলছে বলে ইডি জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, ওই দুই কংগ্রেস নেতাই এ বারের বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছেন।

# শেয়ার বাজারে ১৫ মিনিটে কয়েক লক্ষ কোটির লোকসান

**নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর:** হামাস-ইজরায়েল দ্বন্দ্বের সরাসরি প্রভাব পড়ল ভারতে। পরপর তিনদিন মন্দা চলার পরে বৃহস্পতিবার একেবারে ধসে পড়ল দেশের শেয়ার বাজার। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে অন্তত সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকা খোয়ালেন বিনিয়োগকারীরা। এক ধাক্কায় ৮০০ পয়েন্ট পড়ে গেল সেনসেক্স। একই দশা নিফটিরও। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, আগামী বেশ কয়েকদিনে এইভাবেই মন্দা চলবে শেয়ার বাজারে।

গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে হামাস-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব। তার জেরে বেশ কয়েকদিন ধরেই শেয়ার বাজারে টানা পতন হয়েই চলেছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার বড়সড় ধাক্কা দেখা যায় সেনসেক্সে। সকালে বাজার খোলার পরেই ৮০০ পয়েন্ট পড়ে ৬৩ হাজারেরও নীচে নেমে যায় সেনসেক্স। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই হু হু করে সেনসেক্সের পতন ঘটে। এই সময়ের মধ্যেই অন্তত ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়েন বিনিয়োগকারীরা। ২৫৫ পয়েন্ট কমেছে নিফটিও।

জানা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে টেক মহিন্দ্রা। এক ধাক্কায় ২.৩ শতাংশ পড়ে গিয়েছে তাদের শেয়ার। টাটা স্টিল, টাটা মোটরস, এশিয়ান পেইন্টসের মতো সংস্থাগুলোও ধাক্কা খেয়েছে। তবে অ্যাক্সিস ব্যাংক-সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা লাভের মুখ দেখেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লোকসান হয়েছে অ্যালফাবেটের মতো সংস্থারও।

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই মন্দা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ ইজরায়েল-হামাস দ্বন্দ্বের জেরে শেয়ার বাজার থেকে আস্থা উঠে যাচ্ছে বিনিয়োগকারীদের। সেই সঙ্গে চিন্তা বাড়াচ্ছে মার্কিন ঋণে চড়া হারের সুদ। ফলে শেয়ার বাজারে কবে সুদিন ফিরবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

# কাশ্মীর সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, নিকেশ দুই জঙ্গি

**শ্রীনগর, ২৬ অক্টোবর:** জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে ফের জঙ্গি অনুপ্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টা। সেনা এবং কাশ্মীর পুলিশের তৎপরতায় খতম হল দুই জঙ্গি। বৃহস্পতিবার উপত্যকার কুপওয়ারা জেলার মাচিল সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায় জঙ্গিরা। যদিও তা রুখে দেয় যৌথ নিরাপত্তা বাহিনী। সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে মাচিল সেক্টরে এখনও পর্যন্ত দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে কাশ্মীর জোন পুলিশ। তারা আরও জানিয়েছে, এই অভিযান এখনও চলছে। ওই এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনী।

উল্লেখ্য, অনন্তনাগের ঘটনা থেকেই ভারত-পাক সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশে বাড়তি তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারতীয় গোয়েন্দারা। এক্স হ্যান্ডেল এদিনের অপরেশনের কথা জানিয়েছে সেনা। সেখানে বলা হয়েছে, ২৬ অক্টোবর ২০২৩-এ সেনা এবং কাশ্মীর পুলিশ যৌথ অপরেশন চালায় কুপওয়ারা সেক্টরের সীমান্ত এলাকায়। এক পুলিশকর্মী জানান, যৌথ অভিযানে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, কুপওয়ারা পুলিশ সূত্রে খবর পেয়েই মাচিল সীমান্তে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী।

# একই দিনে মহারাষ্ট্রে জোড়া পথ দুর্ঘটনায় মৃত কমপক্ষে ৯

**মুম্বই, ২৬ অক্টোবর:** উৎসবের মাঝে বিষাদের সুর। মহারাষ্ট্রে একই দিনে দুটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৯ জনের। আহত কমপক্ষে ২৭ জন। দুটি দুর্ঘটনাই ঘটেছে রাজ্যের বিদ জেলায়। প্রথম ঘটনায় একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। অন্য ঘটনায় একটি অ্যাম্বুল্যান্স তীব্র গতিতে ধাক্কা মারে ট্রাকে। দুই ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেছে স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ। তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিদ থেকে মুম্বই যাওয়ার পথে বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা নাগাদ আস্থা ফাটা এলাকায় একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বেপরোয়া গতিতে ছুটছিল বাসটি। একসময় চলাক নিয়ন্ত্রণ হারায়। এর ফলেই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয় পাঁচজনের। আহত কমপক্ষে ২৬ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে একধিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্য দুর্ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ। বিদ থেকে আহমেদনগরগামী একটি অ্যাম্বুল্যান্স একটি ট্রাকে তীব্র গতিতে ধাক্কা মারে। মৃত্যু হয় ৪ জনের। এই ঘটনায় এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্সের চালক এবং দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলেই। চতুর্থজনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়।

# তেল ট্যাংকারে ধাক্কা সুমোর, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ১২ জনের

**বেঙ্গালুরু, ২৬ অক্টোবর:** ভয়াবহ পুথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন অন্তত ১২ জন। কর্নাটকের চিক্কাবল্লপুরে বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা নাগাদ যাত্রীবোঝাই চারচাকা গাড়ি তেলের ট্যাংকারে ধাক্কা মারে। এর জেরে ঘটনাস্থলেই ১২ জনে মৃত্যু হয়েছে।

এক জন গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এই দুর্ঘটনা নিয়ে চিক্কাবল্লপুরের পুলিশ সুপার ডিএল নাগেশ সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, 'দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্ত থেকে জানা গিয়েছে, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছিল। সে জন্যই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ১২ জনের মধ্যে চার জন মহিলা।

জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতেরা বাগেপল্লী থেকে চিক্কাবল্লপুরে যাচ্ছিলেন। সে সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার ছবিতে দেখা গিয়েছে। কী ভাবে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে গাড়িটি।

কর্নাটকে পৃথক একটি ঘটনায় তিন জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। তাদের বয়স ১১ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। উরাপক্কম শহরের ট্রেনে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। তিন জনের মধ্যে ২ জন ভাই। তাদের প্রত্যেকের বাবা-মা দিনমজুরির কাজ করেন।

# রাশিয়াকে অস্ত্র পাঠাচ্ছে উত্তর কোরিয়া, নিন্দায় মুখর সিউল ও টোকিও

**পিয়ংইয়ং, ২৬ অক্টোবর:** মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের সুযোগে রাশিয়াকে অস্ত্র পাঠাচ্ছে উত্তর কোরিয়া। প্রায় হাজারের উপর সামরিক অস্ত্র বোঝাই কন্টেনার পিয়ংইয়ং থেকে গিয়েছে মস্কোতে। কয়েকদিন আগে এমনটাই জানিয়েছিল হোয়াইট হাউস। এবার ওয়াশিংটনের এই বক্তব্যে সম্মতি জানাল জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। রাশিয়াকে সামরিক সাহায্য করা নিয়ে আমেরিকার পাশাপাশি কড়া ভাষায় উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উনের নিন্দা করল সিউল ও টোকিও। যৌথ বিবৃতি দিয়ে এই জোটের তরফে বলা হয়, এটা নিশ্চিত বহু যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে দিয়েছে উত্তর কোরিয়া।

বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান এই তিন দেশের বিদেশ সচিবদের পক্ষ থেকে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে, তআমরা নিশ্চিত উত্তর কোরিয়ার তরফে যা যা অস্ত্রশস্ত্র রাশিয়াকে পাঠানোর কথা ছিল তার মধ্যে বেশ কয়েকটি সরবরাহ করা হয়ে গিয়েছে। এই অস্ত্রগুলো মস্কো ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার করবে। ফলে রুশ আগ্রাসানে মানুষের হতাহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। পিয়ংইয়ং রাশিয়াকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে যার বদলে তারাও রুশ প্রশাসনের থেকে সামরিক সহযোগিতা পেতে পারে। এইভাবে উত্তর কোরিয়া নিজেদেরকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে চাইছে। গোটা পরিস্থিতির উপর আমরা তীক্ষ্ণ নজর রাখছি।

বলে রাখা ভালো, কয়েকদিন আগেই হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি জানান, আমেরিকার বিশ্বাস উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন রাশিয়ার অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরির প্রযুক্তির নাগাল পেতে চাইছেন। তাই মস্কোকে সাহায্য করে উত্তর কোরিয়ার সামরিক বাহিনী ও পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনকে শক্তিশালী করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিমের থেকে পাওয়া এই অস্ত্রগুলোই রাশিয়া যুদ্ধের ময়দানে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। এবিষয়ে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে কয়েকটি ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, অস্ত্র বোঝাই কন্টেনারগুলো রাশিয়ার জাহাজে তোলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে রুশ সফরে গিয়েছিলেন কিম। বৈঠক করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। যুদ্ধের ময়দানে মস্কোকে নিঃশর্তভাবে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন উত্তর কোরিয়ার সর্বাধিনায়ক। তখন থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধ আবহে দুই দেশের মধ্যে অস্ত্র চুক্তি হতে পারে। এর আগেও কিমের দেশের বিরুদ্ধে ক্রেমলিনকে অস্ত্র দেওয়ার অভিযোগ জানিয়েছিল ওয়াশিংটন।

# বিমানবন্দরে হেনস্তার শিকার ব্রিটিশ এমপি মহম্মদ ইয়াসিন

**লন্ডন, ২৬ অক্টোবর:** বিমানবন্দরে হেনস্তার শিকার ব্রিটিশ এমপি মহম্মদ ইয়াসিন। কানাডা সফরে যাওয়ার সময় নামের জেরে দুটি বিমানবন্দরে তাঁকে হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন খোদ ব্রিটেনের সংসদ সদস্য।

কানাডা সফর সেরে দেশে ফিরেই বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তিনি। ব্রিটিশ এমপি মহম্মদ ইয়াসিনের অভিযোগ, কানাডা সফরে যাওয়ার সময় নামের জেরে দুটি বিমানবন্দরে তাঁকে হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে। আপত্তিকর প্রশ্ন তোলা হয়েছে। অবশ্য বিমান সংস্থার তরফে পালটা দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমাও চাওয়া হয়েছে। তবে নামের জেরে এমন বিড়ম্বনায় পড়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি ইয়াসিনের। তাই তাঁর ক্ষোভ চাপা রইল না।

গত সপ্তাহের লেবার পার্টির এমপি মহম্মদ ইয়াসিন ও আরও কয়েকজন সদস্য কানাডা যাচ্ছিলেন। হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর নিয়মমাফিক দেহ পরীক্ষা করা হয় তাঁদের। দেখা হয় কাগজপত্রও। কিন্তু ইয়াসিনের ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয় এখানে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষার পরও বিমান সংস্থা এয়ার কানাডার অফিসাররা তাঁকে প্রশ্ন করেন, সঙ্গে ছুরি কিংবা অন্য কোনও অস্ত্র আছে কি না। ফেরার পথে টরেন্টো বিমানবন্দরেও তাঁকে একই প্রশ্ন করা হয়। শেষমেশ তিনি ব্রিটেনের এমপি, সেই পরিচয়পত্র দেখানোর পর বিমানে ওঠার ছাড়পত্র মেলে।

এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন ইয়াসিন। তাঁর অভিযোগ, তিনি মুসলিম বলেই বিমানবন্দরে এভাবে হেনস্তার মুখে পড়তে হল। ব্রিটিশ এমপি এও বলেন, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, অপমানজনক পরিস্থিতি। যেখানে আমি একটা দলের সঙ্গে বিদেশে যাচ্ছি, সেখানে আমি একা সন্দেহভাজন। এমপি বলে আলাদা কোনও সুবিধা আমি কখনও প্রত্যাশা করি না। কিন্তু এটাই ভাবাচ্ছে যে ব্রিটিশ আইনসভার এমন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়েও যদিও আমাকে এই হেনস্তার মধ্যে পড়তে হয়, না জানি, সাধারণ মানুষ এই নাম নিয়ে কতটা অপমানিত হন।

মহম্মদ ইয়াসিনের সঙ্গে এয়ার কানাডার এই আচরণের জল গড়িয়েছে বহু দূর। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন আরেক এমপি ক্লাইভ বেটস। তাঁর প্রস্তাব ছিল, ব্রিটেনে কানাডা দূতাবাসে চিঠি লিখে এর তীব্র নিন্দা করা হোক। জানানো হোক যে কানাডার এই অযথা 'ইসলাম ভীতি' একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত একজন এমপি যেখানে সরকারি কাজে গিয়েছেন। যদিও বিমান সংস্থার তরফে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমাও চাওয়া হয়েছে।

## ইজরায়েলে জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের হামলা প্রসঙ্গে বিস্ফোরক বাইডেন

**ওয়াশিংটন, ২৬ অক্টোবর:** নয়াদিল্লিতে আয়োজিত জি-২০ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ বাণিজ্য করিডরের চুক্তি। আর এই চুক্তিই নাকি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের ইজরায়েলে হামলা চালানোর অন্যতম কারণ! এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহে এই নিয়ে এমন দাবি তিনি দ্বিতীয়বার করলেন। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরেই প্রথমবার জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল ভারত। আর সেই সম্মেলনেই এই চুক্তি হয়েছিল। ওই চুক্তিকেই হামাসের হামলার অন্যতম কারণ হিসেবে দাবি করেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্য, আমার কাছে এই সংক্রান্ত কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতার দিক থেকে আমার এমনটাই মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি জোর দেন, এই কারণে হামলা হলেও ওই করিডরের কাজ কোনওভাবে অসম্পূর্ণ রাখা হবে না। কয়েকদিন আগে অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ আমেরিকায় গেলে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন বাইডেন। সেই বৈঠকের পরে সাংবাদিক সম্মেলনেও এই একই দাবি করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। যে কথা একবার ফের বললেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে হামাসের হামলার পর সমবেদনা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছিলেন, 'ইজরায়েলে হওয়া জঙ্গি হামলায় অত্যন্ত মর্মাহত। নিরীহ, আক্রান্ত ও তাঁদের পরিবারের পাশে রয়েছে আমাদের প্রার্থনা ও কামনা। এই কঠিন সময়ে আমরা ইজরায়েলের পাশে দাঁড়াচ্ছি।' ভারতের এই সমর্থনে আপ্লুত হয়ে ইজরায়েলের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ইন্ডিয়া'। বলে রাখা ভালো, এর আগে হামাসকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ঘোষণা করেছে আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

# আমেরিকার লিউইস্টনে বন্দুক-হামলায় মৃত ২২

**লিউইস্টন, ২৬ অক্টোবর:** মার্কিন মুলুকে ভয়াবহ বন্দুক-হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ২২ জন। অতর্কিতে হামলায় জখম ও আহত হয়েছেন ৫০ থেকে ৬০ জন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার (২৫ অক্টোবর) আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য মেইনের লিউইস্টনে একাধিক স্থানে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। একটি বার ও ওয়ালমার্টের ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার-সহ বিভিন্ন স্থানে চালানো এই বন্দুক হামলার ঘটনায় ৫০-৬০ জন গুলিবিদ্ধ অথবা আহত

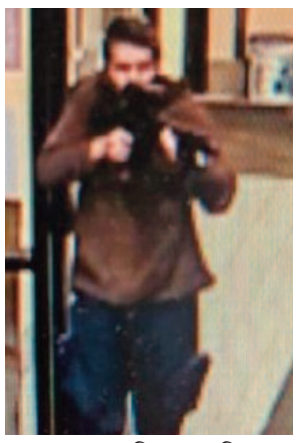

হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুকধারী আততায়ী এখনও পলাতক।

লিউইস্টন সিটি কাউন্সিলর রবার্ট ম্যাকার্থি বলেছেন, ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং অনেকে জখম ও আহত হয়েছেন। হামলাকারীকে ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সেই সঙ্গে তদন্তের কাজ চলাকালীন সেখানকার দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। এদিকে স্থানীয় পুলিশের পাশাপাশি হামলার ঘটনা খতিয়ে দেখছে মেইন অঙ্গরাজ্যের পুলিশও। এই হামলা সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

# ফের আংশিকভাবে ভিসা পরিষেবা চালু করেছে ভারত

## নয়াদিল্লির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল কানাডা

**ওটয়া, ২৬ অক্টোবর:** খলিস্তানি ইস্যুতে দুই দেশের তিক্ততার মাঝে একমাসেরও বেশি সময় পর কানাডার নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভারত। বুধবার থেকে আংশিকভাবে ভিসা পরিষেবা চালু করেছে ভারত। নয়াদিল্লির এই সিদ্ধান্তকে ভালো লক্ষণ বলে স্বাগত জানাল ওটয়া।

এবিষয়ে কানাডার অভিবাসন মন্ত্রী মার্ক মিলার জানিয়েছেন, ভারতের এই পদক্ষেপ ভালো

লক্ষণ। বহু কানাডার নাগরিকরা উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা সত্যি যে ভারতের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে বহু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। ভারতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে কানাডার জরুরি প্রস্তুতিবিষয়ক মন্ত্রী হারজিৎ সজ্জন বলেন, শুনে ভালো লাগছে ভারত আবার ভিসা দেওয়া শুরু করেছে। আরও ভালো হত যদি তারা প্রথমেই ভিসা দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত না নিত। গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডার মুখপাত্র মেরিলিন গুয়েভরমন্টও বলেন, ভারত ও কানাডার মানুষদের মধ্যে যোগাযোগের সম্পর্ক খুবই দৃঢ়। পুনরায় ভিসা দেওয়া চালু হওয়ার ফলে পারিবারিক ও ব্যবসায়িক কাজের জন্য মানুষের দু'দেশে যাতায়াত সহজ হবে।

প্রসঙ্গত, গত ২১ সেপ্টেম্বর আচমকাই জানা যায়, কানাডার নাগরিকদের আর ভারতে ঢুকতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। বিএলএস ইন্টারন্যাশনাল নামে বেসরকারি সংস্থার ওয়েবসাইটে জানানো হয়, প্রক্রিয়াগত কারণে আপাতত কানাডার নাগরিকদের ভারতের ভিসা দেওয়া যাবে না। তবে ঠিক কী সমস্যার কারণে ভিসা মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত বাতিল হল, তা নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। এর পর গতকাল বুধবার কানাডার ভারতীয় হাই কমিশনের তরফে জানানো হয়, নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আপাতত ভিসার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে মাত্র চারটি ক্ষেত্রে ভিসার আবেদনে অনুমতি মিলবে। এন্ট্রান্স ভিসা, বিজনেস ভিসা, মেডিক্যাল ভিসা ও কনফারেন্স ভিসা- আপাতত এই চারটি ভিসার ছাড়পত্র মিলেছে।

উল্লেখ্য, গত মাসে নিজের দেশের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ আনেন, কানাডার খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। এর পর থেকে ভারত-কানাডা টানাপোড়েন অব্যাহত। দুই দেশ থেকেই অপর দেশের শীর্ষ কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়। এর পর ভারত থেকে ৪০ জন কূটনীতিককে দেশে ফিরিয়ে নেয় কানাডা। এহেন পরিস্থিতিতেই আংশিকভাবে চালু হল ভিসা পরিষেবা।

# ধর্মশালায় গিয়েও কোহলি সময় কাটাতে আশ্রমে গিয়ে ঘুরে আসেন

## দলীয় সংহতি বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে পরের ম্যাচ খেলতে বুধবারই লখনউ পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল। তার আগে দু'দিন ধর্মশালায় কাটিয়েছে তারা। বিভিন্ন কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে গোটা দল। কোচ রাহুল দ্রাবিড় যেখানে সাপোর্ট স্টাফেদের নিয়ে ট্রেক করতে গিয়েছেন, সেখানে বাকিরা হোটেলে আয়োজন করেছেন র‍্যাম্প ওয়াকের। প্রতিযোগিতার মাঝে চাপ কাটাতে এবং দলীয় সংহতি বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শোনা গিয়েছে, বিরাট কোহলি নাকি স্থানীয় একটি আশ্রমে গিয়েছিলেন। এমনিতে তাঁকে মাঝে সাঝেই উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন আশ্রমে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। পাহাড়ও ভালবাসেন দু'জনেই। ধর্মশালায় গিয়েও কোহলি সময় কাটাতে একটি আশ্রমে গিয়ে ঘুরে আসেন।

দলের তরফে ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফেদের জন্যে হোটেলে একটি র‍্যাম্প শোয়ের আয়োজন করা হয়। দলের প্রত্যেক সদস্যকেই তাতে অংশ নিতে হয়। আসল র‍্যাম্প শো হলে যে ভাবে তাঁরা হাঁটতেন, সে ভাবেই হাঁটার নির্দেশ দেওয়া হয়। কে বিচারক ছিলেন বা প্রতিযোগিতায় কে জিতেছেন জানা যায়নি। কিন্তু গোটা দলের সংহতি, একতা যে এতে অনেকটাই বেড়েছে তা বোঝা গিয়েছে।

বিশ্বকাপে ভারতীয় দল পাঁচটির মধ্যে প্রতিটি ম্যাচই জিতেছে। সাফল্যের অন্যতম কারণ হিসাবে অনেকেই তুলে ধরেছেন সাজঘরের উৎফুল্ল পরিবেশকে। কোনও চোরাস্রোত নেই দলের অন্দরে। ক্রিকেটারেরা একে অপরের সাফল্যে উজ্জীবিত হচ্ছেন। দলের ফুরফুরে মানসিকতার প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে প্রতি ম্যাচেই। বেশ কিছু ক্রিকেটার এই দলকে 'পরিবার' হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ভারতের পরের ম্যাচ রবিবার। তার আগে দ্রাবিড়েরা গিয়েছিলেন ট্রেকিংয়ে। সেখানে ক্রিকেটারদের নিয়ে যাওয়া হয়নি। তবে কেএল রাহুল একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে নদীতে স্নান করছেন তিনি। সঙ্গে দ্রাবিড়েরা। সেই ছবি পোস্ট করে রাহুল লেখেন, প্রকৃতির বুকে ঠান্ডা জলে ডুব দেওয়ার থেকে ভাল কিছু হতেই পারে না।

নদীতে স্নান করার আগে দ্রাবিড়েরা গিয়েছিলেন ত্রিয়ুন্ডে ট্রেক করতে। সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেখানে দ্রাবিড় বলেন, অক্রিকেটারদের বিশ্বকাপের মাঝে এখানে নিয়ে আসা উচিত হত না। চোট পাওয়ার আশঙ্কা থাকত। তাই ওদের আনা হয়নি। তবে চাইব যখন খেলা থাকবে না, তখন ওরা এসে এখানে ঘুরে যাক।দ ট্রেক করতে না গেলেও দ্রাবিড়ের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে ঠান্ডা জলে স্নান করে পরের ম্যাচের আগে নিজেদের তরতাজা করে নিয়েছেন।

ত্রিয়ুন্ডে হল ছবির মতো সুন্দর একটি গ্রাম। সেখান থেকে ধৌলাধার পর্বতমালা দেখা যায়। ৯ কিলোমিটার লম্বা সেই ট্রেক করতে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। সেখানে গিয়ে ভারতের ব্যাটিং কোচ রাঠৌর বলেন, শেষ আধ ঘণ্টা বেশ কঠিন পথ ছিল। কিন্তু এখানে এসে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে মন ভরে গিয়েছে। সব কিছুই করা যায় এই দৃশ্য দেখার জন্য।

# পাকিস্তানের ফলের জন্য একমাত্র বাবরই দায়ী, অন্য কেউ নয়!

## পাক অধিনায়ককে হুঁশিয়ারি আফ্রিদির

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্বকাপে পাকিস্তানের খারাপ ফলের জন্য সরাসরি বাবর আজমকে দায়ী করলেন দলের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি। তাঁর মতে, বাবরকে দেখে মনেই হয় না তিনি অধিনায়ক। সেই কারণেই দলের এই অবস্থা। বাবরকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন আফ্রিদি। তাঁর মতে, বিশ্বকাপের বাকি চার ম্যাচ জিততে না পারলে দেশে ফিরে বিক্ষোভের মুখে পড়বেন পাক অধিনায়ক।

পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি বলেন, ''যখন তুমি খেলায় মন দাও না, তখনই এই সব হয়। তখন তুমি চেষ্টা করো লুকোনোর। কিন্তু মাথায় রেখো, লুকোনোর জায়গা পাবে না। বাবর যত বড় ব্যাটারই হোক না কেন, পরের চার ম্যাচ জিততে না পারলে দেশে ফিরে বিক্ষোভের মুখে পড়বে। বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে দেশকে ছোট করার কোনও অধিকার ওর নেই।''

আফ্রিদির মতে, অধিনায়কদের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হয়। তবেই দলের বাকি ক্রিকেটারেরা আরও চাগিয়ে ওঠে। কিন্তু মাঠে বাবরকে দেখে মনেই হয় না যে তিনি অধিনায়ক। আফ্রিদি বলেন, ''একটা দলে অধিনায়কই সব। অধিনায়ক যেমন করবে সবাই তাকে অনুসরণ করবে। অধিনায়ক যদি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়, নিজেদের সেরাটা দেয়, তা হলে বাকিরাও সেটা করবে। কিন্তু বাবরকে দেখে মনে হয় ও ভয়ে আছে। তা হলে বাকিদের থেকে কী আশা করব। এই খারাপ ফলের জন্য একমাত্র বাবরই দায়ী। আর কেউ নয়।''

এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন অধিনায়কদের উদাহরণ টেনে এনেছেন আফ্রিদি। ইনজামাম উল হক থেকে শুরু করে মহম্মদ ইউসুফ হয়ে নিজের কথাও বলেছেন তিনি। আফ্রিদি বলেন, ''যখন ইনজামাম বা ইউসুফ অধিনায়ক ছিল তখন ওরাও নিজেদের সেরাটা দিত। লড়াই করত। ইনজামামকে মাঠে ডাইভ দিতে দেখলে বাকিরাও সেটা করার চেষ্টা করত। অধিনায়ক থাকার সময় আমিও নিজেক সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা কোনও দিন ভয় পাইনি। কিন্তু বাবর সেটা পাচ্ছে। তার ফলও ভুগছে।''

# বিশ্বকাপের মাঝেই আইপিএলের দামামা এ বারের 'মিনি নিলাম' হতে পারে বিদেশে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রতি বছরই আইপিএলের আগে মিনি নিলামের আয়োজন করা হয়। এ বারের আইপিএলও তার ব্যতিক্রম নয়। ডিসেম্বর মাসেই আইপিএলের মিনি নিলাম আয়োজন করা হতে চলেছে। তবে এ বার জায়গা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব থাকছে। সব ঠিকঠাক থাকলে সেই মিনি নিলাম হতে পারে দুবাইয়ে।

ছেলেদের মিনি নিলামের আগেই মেয়েদের মিনি নিলাম আয়োজন করা হবে। তার জায়গা এখনও ঠিক হয়নি। তবে সেটি ভারতে হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

এখনও পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু ১৮ বা ১৯ ডিসেম্বর দুবাইয়ে মিনি নিলাম আয়োজন হবে, এটা একপ্রকার চূড়ান্ত। সপ্তাহের মাঝে থাকা সত্ত্বেও দিনক্ষণ বদল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। গত বছরও বিদেশে এই নিলাম হওয়ার কথা ছিল। জায়গা হিসাবে ভাবা হয়েছিল ইস্তানবুলের কথা। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা বদলে কোচিতে আয়োজিত হয়। তবে সব চূড়ান্ত হওয়ার আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির অনুমোদন পেতে হবে।

আইপিএলের দলগুলির মধ্যে ক্রিকেটার আদানপ্রদানের সময় শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউই দল বদলাননি। তিন বছরের উইন্ডো এ বারই শেষ হচ্ছে। কিন্তু বড় টাকায় কোনও ক্রিকেটারের নিলাম বা কেনাবেচা হবে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। গত বার বেশি টাকা দিয়ে কিনলেও ভাল খেলতে পারেননি, এমন ক্রিকেটারদের ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।

মহিলাদের আইপিএলের মিনি নিলামের তারিখ এখনও ফ্র্যাঞ্চাইজিদের জানানো হয়নি। পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে এই লিগ শুরু হতে পারে। জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট রয়েছে।

# বিতর্ক বিশ্বকাপে, রেকর্ড করেই আয়োজকদের সমালোচনা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না বিশ্বকাপে। বুধবার দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়া বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচেও দেখা দিল বিতর্ক। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে দ্বিতীয় ইনিংসের জলপানের বিরতির সময়ে আলোর খেলা এবং কারিকুরির ব্যবস্থা রেখেছিলেন আয়োজকেরা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তবে আয়োজকেরা পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার আর এক ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নারের সমর্থন।

নেদারল্যান্ডস ম্যাচে রেকর্ড করেছেন ম্যাক্সওয়েল। দ্রুততম শতরানের রেকর্ড রয়েছে তাঁর নামের পাশে। ৪০ বলে শতরান করেছেন তিনি। পাশাপাশি, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসেও একাধির নজির রয়েছে তাঁর নামের পাশে। সেই ম্যাক্সওয়েলই এই কথা বলায় অনেকেই নড়েচড়ে বসেছেন। কারণ, ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসের মাঝেই ঘটনাটি ঘটেছে। তখনও তাঁর শতরান হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট ম্যাচে, বিশেষত টি-টোয়েন্টি লিগগুলিতে এ রকম আলোর খেলা দেখা যায়। ফ্লাডলাইটের আলো নিভিয়ে লেজার শোয়ের কেরামতি, বা ফ্লাডলাইটের আলোগুলিকে জ্বালিয়ে-নিভিয়ে মোহময়ী পরিবেশ তৈরি করা হয়। দর্শকেরাও নিজেদের মোবাইলে ফ্ল্যাশ আলো জ্বালিয়ে এই পরিবেশে শামিল হন। ধর্মশালায় এ ধরনের আলোর শো সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছে। দিল্লিতেও ভারত-সহ আগের ম্যাচগুলিতে এ রকম আলোর খেলা দেখা গিয়েছে। তেমন ভাবেই বৃহস্পতিবারও তা দেখানো হয়েছিল। কিন্তু সেই আলোর খেলার চলার সময়ে ম্যাক্সওয়েলকে দেখা গিয়েছিল হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখতে।

ম্যাচের পর তাঁকে এ নিয়ে প্রশ্ন করাতে বিরক্তি উগরে দেন। বলেন, অক্রিকেটারদের জন্যে সবচেয়ে বড় নির্বোধের মতো ভাবনাচিন্তা এটা। ম্যাচের মাঝে হঠাৎ করে আলো নিভিয়ে দেওয়ার পর তা জ্বালানোয় চোখের মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়। আমার মনে আছে পার্থ স্টেডিয়ামে একটা খেলায় এ ভাবেই আলোর শোয়ের পর একটা উইকেট হারিয়েছিলাম। চোখকে আবার স্বাভাবিক আলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেকটা সময় লেগেছিল আমার। মনে হচ্ছিল যন্ত্রণায় মাথা ছিড়ে যাচ্ছে। তাই জন্যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমি চোখ ঢেকে রাখি। তবে আমার মতে এটা খুব, খুব খারাপ একটা ভাবনা। ম্যাক্সওয়েলের কথার বিরোধিতা করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। তিনি টুইটারে লিখেছেন, আমার তো আলোর শো-টা দারুণ লেগেছে। কী অসাধারণ পরিবেশ! সমর্থকদের জন্যেই সব কিছু। আপনারা না থাকলে আমরা যেটা করতে ভালবাসি সেটা করতেই পারতাম না।

# কলকাতায় বাংলাদেশের ম্যাচ শনিবার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হঠাৎ করেই বিশ্বকাপের মাঝে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন শাকিব আল হাসান। শনিবার নেদারল্যান্ডাসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ইডেনে সেই ম্যাচের আগে শাকিব কি ফিরে আসবেন? এমন প্রশ্নই উঠছে সমর্থকদের মনে। বাংলাদেশ দল ইতিমধ্যেই কলকাতায় চলে এসেছে। কিন্তু শাকিব গিয়েছেন ঢাকায়। সেখানে নিজের ব্যক্তিগত কোচের কাছে অনুশীলন করছেন তিনি। বাংলাদেশের একটি সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শুক্রবার ভারতে আসবেন শাকিব। সেই দিনই কলকাতায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বাংলাদেশের অধিনায়ক। পরের দিন খেলবেন নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে।

শাকিব বিশ্বকাপে খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোট সারিয়ে আবার মাঠেও ফিরেছিলেন তিনি। কিন্তু তার পর হঠাৎ দেশে ফিরে গিয়েছিলেন শাকিব। মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ১৪৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। তার পর বুধবার সকালেই মুম্বই থেকে ঢাকার বিমান ধরেছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক। এ দিন দুপুরে তাঁকে দেখা গিয়েছে মিরপুর স্টেডিয়ামে।

# বাবরের সমালোচনা, নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল পাক বোর্ড

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্বকাপে ব্যর্থ হলেই আর পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসাবে দেখা যাবে না বাবর আজমকে? পর পর তিনটি ম্যাচ হেরে ঘরে-বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বাবর আজমকে। বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। কী বলল তারা?

বাবরকে ছেঁটে ফেলা নিয়ে সরাসরি কোনও কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু তিনি যে খুব একটা স্বস্তিতে নেই, সেটা বিবৃতি দেখলেই স্পষ্ট। পিসিবি জানিয়েছে, বাবর এবং দল পরিচালন সমিতির উপর যে সমালোচনা করা হচ্ছে, তাতে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সুরে সুর মিলিয়েই তারা জানাতে চায়, জেতা-হারা খেলাধুলোরই অঙ্গ। অধিনায়ক বাবর এবং মুখ্য নির্বাচক ইনজামাম উল-হককে বিশ্বকাপের দল গড়ার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

পিসিবি আরও লিখেছে, অবিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে আগামী দিনে পাকিস্তান ক্রিকেটের স্বার্থেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপাতত সমর্থক, প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং বাকিদের কাছে বোর্ডের অনুরোধ দলের পাশে থাকার, যাতে তারা প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত ভাবে ফিরে আসতে পারে।

বিশ্বকাপে পর পর তিনটি ম্যাচ হেরেছে পাকিস্তান। এর মধ্যে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও হারতে হয়েছে তাদের। যা একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না পাকিস্তানের বোর্ড কর্তারা। এক কর্তা বলেন, তপাকিস্তান যদি আগামী সব ক'টি ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠতে পারে, তা হলেই এক মাত্র বাবরের নেতৃত্ব বাঁচতে পারে। তাতেও হয়তো বাবরকে শুধু লাল বলে অধিনায়ক করে রাখা হবে। সাদা বলের নেতৃত্ব থাকবে না।

বাবরের কাছেও সেই বার্তা পৌঁছে গিয়েছে। তাই বিশ্বকাপে যদি পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠতে না পারে, তা হলে বাবর নিজেই নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে পারেন। ওই কর্তা বলেন, তবাবরকে সব রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। অধিনায়ক হিসাবে ও নিজেই দলের ক্রিকেটারদের বেছে নিতে পারত। কখনও ওর কোনও কাজে বাধা দেওয়া হয়নি। এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপে খারাপ ফলের সব দায় বাবরের। সেই কারণেই ওকে আগামী দিনে অধিনায়ক রাখা হবে না।

বাবরকে বাদ দিলে অধিনায়ক কে? তিনটি নাম উঠে এসেছে আলোচনায়। তাঁরা হলেন সরফরাজ আহমেদ, মহম্মদ রিজওয়ান এবং শাহিন শাহ আফ্রিদি। তাঁদের মধ্যে থেকে এক জনকে অধিনায়ক করা হতে পারে। বোর্ডের ওই কর্তা বলেন, তসরফরাজকে টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক করা হতে পারে।

# সার্বিয়ায় গোপনে তৈরি হচ্ছেন পরবর্তী জোকোভিচ!

## আর্থিক সাহায্য করছেন নোভাক নিজেই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** গ্র্যান্ড স্ল্যামে গত এক দশকে চুটিয়ে খেলেছেন স্পেনের রাফায়েল নাদাল। তাঁর জায়গা এখন পরবর্তী নাদাল হিসাবে উঠে এসেছেন কার্লোস আলকারাজ। কিন্তু পরবর্তী নোভাক জোকোভিচ কে হবেন সেটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই জল্পনা চলছিল। সেই উত্তর হয়তো পাওয়া যেতে চলেছে। জানা গিয়েছে, নিজের দেশের এক খেলোয়াড়কে আর্থিক সহায়তা করছেন জোকোভিচ। টেনিস খেলোয়াড় হওয়ার লক্ষ্যে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেটা নিয়মিত দেখছেন।

সেই খেলোয়াড় হলেন ২০ বছরের সার্বিয়ার হামাদ মেদজেদোভিচ। সম্প্রতি এক জায়গা মেদজেদোভিচ জানিয়েছেন, কী ভাবে জোকোভিচ তাঁকে সাহায্য করে চলেছেন। তিনি বলেছেন, তজোকোভিচ আমাকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করছে। কেরিয়ার তৈরি করতে যা চাই সেটাই পাচ্ছি। সব কিছুর খেয়াল রাখছে। সব ধরনের সাহায্য করছে। আমি আপ্লুত। ওকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই।

মেদজেদোভিচের বাবাও এক সাক্ষাৎকারে জোকোভিচের অবদানের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর মতে, লিয়োনেল মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো যদি কোনও বাচ্চা ছেলেকে তাঁদের সঙ্গে খেলার জন্যে ডাকতেন তা হলে যে রকম হত, এটাও ঠিক সে রকমই। জোকোভিচ নিজে এক বার মেদজেদোভিচকে তাঁর সঙ্গে অনুশীলন করার জন্যে ডেকেছিলেন।

মেদজেদোভিচের বাবা এলডিন বলেছেন, তজোকোভিচের সঙ্গে আমরা যে খুব ঘনিষ্ঠ তা কিন্তু নয়। কিন্তু ছেলের টেনিসের পিছনে ও যে অর্থ খরচ করছে তা নেহাত কম নয়। মনে হচ্ছে মেসি বা রোনাল্ডো কোনও বাচ্চা ছেলেকে বলছে, 'এসো ফুটবল খেলি'।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**